NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রাজার আজ আর সিংহাসন নেই

ব্লু-লাইন মেট্রোয় হচ্ছে পরিবর্তন ২

কলকাতা ১০ অগস্ট ২০২৩ ২৪ শ্রাবণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 10.8.2023, Vol.17, Issue No.61, 8 Pages, Price 3.00

দেশ থেকে বিজেপিকে হটানোর বার্তা মমতার

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

বুধবার বিশ্ব আদিবাসী দিবসের রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে তৃণমূল সরকার কি কি করেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার পর কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি সরকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপিকে হটানোই আমার একমাত্র লক্ষ্য। কারণ, বিজেপি ভারতের মানুষদের ভালোবাসে না। তারা শুধু বিভাজন করতে চায়। মিথ্যা প্রলোভন দেয়। বিজেপি সরকার ১৫ লক্ষ টাকা করে দেবে বলেছিল, কিন্তু একজনকেও দেয়নি। মানুষকে ১১০০ টাকা করে গ্যাস কিনতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিংবা কেন্দ্র সরকার যা বলে তা করেনা। বাংলাতে শুধু বঞ্চনা করে। কিন্তু বাংলা কেন্দ্রের ধমকানি শোষণ সহ্য করবে না। এখানে রাজ্যপাল ঠিক কাজ করছে না। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি কোনও জনপ্রতিনিধি নন। আগে ভোটে জিতে আসুন তারপর এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সিপিএমকেও তুলাধনা করে বলেন, 'রাম বাম জগাই মাধাই। ওখানে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আর এখানে বিজেপির সঙ্গে বসে আছে।' মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রে এমন সরকার চলছে যারা গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ৭ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। অথচ এ রাজ্য থেকে জিএসটির নামে সব টাকা কেন্দ্র তুলে নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের প্রাপ্য টাকাটাও দিচ্ছে না। গরিব মানুষদের বাড়ি তৈরির টাকা, রাস্তা তৈরির টাকা কিছুই দিচ্ছে না। তবু আমরা এগারো হাজার কিলোমিটার রাস্তা নিজেদের টাকায় করছি।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিন। এই দিনে আমি শপথ করে বলছি বিজেপি কেন্দ্রের গদি ছাড়ো, গদিতে বসার কোনও অধিকার বিজেপির নেই। মণিপুর-সহ বিভিন্ন রাজ্যে তারা মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। চার মাস ধরে জ্বলছে মণিপুর, অথচ কেন্দ্রের কোনও হেলদোল নেই। রাজ্যকে বঞ্চনা প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অন্যায়ভাবে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কিন্তু গরিব মানুষের কাজ দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার অন্য কায়দায় সেই কাজ দেবে। এই প্রকল্পের নাম খেলা হবে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে রাজ্যের পাওনা আদায়ের জন্য দিল্লিতে ঘেরাও ধরনা হবে। বিজেপি সরকারের ইউনিফর্ম সিভিল কোড আমরা মানবো না। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের মত করে জীবন যাপন করবে। আচার অনুষ্ঠান করবে। তাই এই নিয়ম আমরা মানি না।'

তিনি আরএ বলেন, 'আমরা অশান্ত জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছি। মণিপুরের মতো আদিবাসী এবং কুড়মিদের মধ্যে যেন ঝগড়া বিবাদ না হয়।' মুখ্যমন্ত্রী এরপরে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বলেন, 'আমার কাছে খবর আছে একজন কুড়মি নেতা বিজেপির কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নেয়। কিন্তু আমি তাদের সমাজের সবাইকে ভালোবাসি। ভালবাসি ভাই বোনদেরও।'

কেন্দ্রকে এভাবে আক্রমণ এবং তার রাজনৈতিক বক্তব্যের আগে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব আদিবাসী দিবসের রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানের মঞ্চে ওঠে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নাচ গান করেন। মুখ্যমন্ত্রী ধামসা বাজান। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রয়াত জননেতা দের। এরপর মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন আজকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস হলেও সব সম্প্রদায়ের মানুষই অংশগ্রহণ করেছেন।

ঝাড়গ্রামে ১১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এদিন পরপর তুলে ধরে বলেন, '১১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের আজকে উদ্বোধন করা হলো। ৪৭০ টি ধামসা মাদল বিতরণ, সেই সঙ্গে জাতিগত শংসাপত্র, পাট্টা, রূপশ্রী ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামের মানুষদের হাঁস মুরগি বাচ্চা দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু লোধা পরিবারকে বাড়ির চেক এবং কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ১৪ টি জেলায় আজকে এ ধরনের অনুষ্ঠান এবং উপভোক্তাদের এই সমস্ত সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর তৈরি, আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ জারি, জয় জোহার প্রকল্পে কয়েক লক্ষ আদিবাসীকে এক হাজার টাকা করে দেওয়া, বন আইনে ৪৬ হাজার ৬১৪ জনকে পাট্টা দেওয়া, আদিবাসীদের জন্য ন'টি আবাসিক স্কুল তৈরি, ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া, ১০ লক্ষ আদিবাসী পরোয়াদের স্কলারশিপ দেওয়া, বিভিন্ন জেলায় সাঁওতালি স্কুল চালু করা, সরকারি পিটিটিআই কলেজ চালু করা, আদিবাসী এলাকায় কেন্দু পাতার দাম ৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭০ টাকা করা, আদিবাসীদের জন্য সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচা করে ধমসা মাদল কিনে দেওয়া, আদিবাসীদের জন্য মেলা আয়োজন করা, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি করা, সাধু রামচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা, এক কোটি ৯২ লক্ষ মহিলাকে লদীর ভান্ডার প্রকল্পে টাকা দেওয়া, ১ কোটি ১৫ লক্ষ সবুজসাথী সাইকেল দেওয়া, এক কোটি ছাপান্ন লক্ষ ব্যক্তিকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সহায়তা করা, সাঁওতালি বিদ্যালয় তৈরি করা, ব্লকে ব্লকে সাঁওতালি বিদ্যালয়ে তৈরি করা, বিএড কলেজ তৈরি করা, ১৯৮ টি রাজবংশী স্কুল তৈরি করা, করম পূজোয় সরকারি ছুটি ঘোষণা করা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখেন।

অনাস্থা প্রস্তাবে আগুন ঝরানো বক্তব্য রাহুলের

ফ্লাইং কিস-এ বাঁধল বিতর্ক, আক্রমণ স্মৃতির

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্কের ভাষণ শেষে ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে উড়ন্ত চুমু ছুড়লেন রাহুল গান্ধি। যা নিয়ে শুরু হয়েছে এক প্রবল বিতর্ক। রাহুলের পরবর্তী বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। স্বাভাবিকভাবেই রাহুলের বক্তব্যের জবাব দিতে উঠে সেই প্রসঙ্গ তুলে তীব্র আক্রমণ শানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। স্মৃতির অভিযোগ, তিনি উঠে দাঁড়াতেই নাকি ফ্লাইং কিস ছোড়েন রাহুল। আর তাতেই বেজায় ক্ষুব্ধ হন বিজেপি নেত্রী। স্বাভাবিকভাবেই রাহুলের বক্তব্যের জবাব দিতে উঠে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করে তাঁর বক্তব্যে আগুন ঝরান স্মৃতি।

রাহুলের নাম না করে স্মৃতি বলেন, 'আমার আগে যিনি বললেন তিনি শালীনতা লঙ্ঘন করেছেন। একজন নারীবিদ্বেষী মানুষই পারেন কোনও মহিলা সাংসদের দিকে চুমু ছুড়তে। যাতে তিনি বোঝা যায় কোন 'খানদান' থেকে তিনি এসেছেন। এবং তাঁর পরিবার ও দল মহিলাদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন।'

উল্লেখ্য, 'এক দো গোলে মারুঙ্গা, জাদা নেহি।'-ঠিক এই ভাষাতেই বুধবার লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে অংশ নিয়ে ভাষণ শুরু করেন রাহুল গান্ধি। বলেন, 'প্রথমেই আমি আমাকে লোকসভার সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাব।' রাহুলের বক্তব্যের শুরুতেই ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে হইহল্লা শুরু করে দেয় বিজেপি শিবির। পদে পদে রাহুলের ভাষণে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা চলতে থাকে। এর মধ্যেই রাহুল বলেন, 'আপনারা ভয় পাবেন না আদানি নিয়ে আমি কিছু বলব না।'

তবে এদিন বিজেপি এবং এনডিএ-র শরিকরা রাহুলকে কিছুতেই বলতে দিতে চাইছিলেন না, কারণ রাহুলের সামগ্রিক আক্রমণ ছিল কখনও সরাসরি মোদিকে লক্ষ্য করে, কখনও পরোক্ষে। এই চিৎকার চেঁচামেচি চলতে থাকায় রাহুল বলেন, 'মঙ্গলবার থেকে আপনার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন, আর ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন।' এরই পাশাপাশি মণিপুর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, 'কিছুদিন আগে আমি মণিপুর গিয়েছিলাম। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজ পর্যন্ত সেখানে যাওয়ার সময় পাননি। আপনারা মণিপুরের মানুষকে হত্যা করে দেশকে হত্যা করেছেন। কারণ মণিপুর যে দেশের একটা অংশ তা মনেই করেন না প্রধানমন্ত্রী। আপনারা দেশদ্রোহী। মণিপুরে দেশকে হত্যা করা হয়েছে। আপনারা ভারতমাতার রক্ষক নন, আপনারা ভারতমাতার ঘাতক।' এর জবাবে স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, 'কথা বলার সময় খেয়াল রাখবেন যাতে দেশের কোনও অপমান না হয়।' তখন গলা চড়িয়ে রাহুলও বলেন, 'আমি আমার মায়ের হত্যার কথাও বলতে পারব না। নরেন্দ্র মোদি কেবল দুজনের কথা শুনতে পান। আর কারও কথা তাঁর কানে যায় না।' এই প্রসঙ্গ টেনেই রাহুল এদিন বলেন, 'রাবণ দুজনের কথা শুনতে পেতেন মেঘনাদ এবং কুম্ভকর্ণের কথা। মোদিও কেবল মাত্র দুজনের কথা শোনেন। একজন অমিত শাহ, অন্যজন আদানি। লঙ্কায় হনুমানজি আগুন লাগাননি। রাবণের ঔদ্ধত্য ও অহংকারে জ্বলে খাক হয়ে গিয়েছিল লঙ্কা। এই দেশেও আগুন লাগানোর চেষ্টা চলছে', বলেন রাহুল। এদিন রাহুল বক্তব্য রাখার পর রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানান, এদিনের মতো রাহুলকে এত উত্তেজিতভাবে ভাষণ দিতে খুব কমই দেখা গিয়েছে।

মণিপুরের হিংসা লজ্জার, কিন্তু এ নিয়ে রাজনীতি আরও লজ্জার: শাহ

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: মণিপুর ইস্যুতে রাহুলের ছোঁড়া ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মেনে নিলেন, মণিপুরে হিংসা ছড়িয়েছে সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। মেনে নিলেন, মণিপুরে যেটা হচ্ছে সেটা লজ্জাজনক। কিন্তু তারপরই পালটা তোপ দেগে বলে দিলেন, হিংসার ঘটনা যতটা লজ্জাজনক, তার চেয়ে অনেক বেশি লজ্জাজনক হল মণিপুর ইস্যুতে বিরোধীদের রাজনীতি করার চেষ্টা।

এদিন সকালে ভাষণে রাহুল গান্ধি দাবি করেছিলেন, তিনি মণিপুরে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনের কথা শুনেছেন। আর প্রধানমন্ত্রী আজ অবধি মণিপুর যাওয়ার সময় পেলেন না। কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেছিলেন, মণিপুর থেকে হরিয়ানা, সব জায়গায় বিভেদের বীজ পুঁতছেন মোদি নিজেই। জবাব শাহ বললেন, 'মণিপুরে গিয়ে নাটক করেছেন রাহুল। গত ৩০ বছর দেশ দুর্নীতি আর পরিবারবাদের নাগপাশে বদ্ধ ছিল। মোদি সেটা ভেঙে দিয়েছেন। দেশকে ভাল কাজের রাজনীতি শিখিয়েছেন তিনি।'

অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে রাহুলের করা অভিযোগের জবাব দিয়ে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, সরকার যখন উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করছে, বিরোধীরা তখন স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশে অনাস্থা প্রস্তাব আনছে। ১৯৯৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার মাত্র ১ ভোটের জন্য অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে যায়। কিন্তু তারপরই আবার এনডিএ গঠন করে পূর্ণ সময় সরকার চালিয়েছিলেন বাজপেয়ী। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন শাহ কটাক্ষ করলেন, এভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশে অনাস্থা এনে আসলে সরকারের উন্নয়ন নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করতে চাইছে বিরোধী শিবির।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, 'ওরা তো উত্তর-পূর্ব ভারতে কিছুই করেনি। মোদি জমানায় উত্তর-পূর্ব ভারতে ৬৮ শতাংশ কমেছে হিংসার ঘটনা। স্রেফ ৯ বছরে ৫০ বার উত্তরপূর্ব ভারতে গিয়েছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীই উত্তর-পূর্ব ভারতকে মূল ভুখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।' অমিত শাহ জানান, মণিপুরের হিংসার এপর্যন্ত ১৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। সরকারের লুকনোরও কিছু নেই। এখন হিংসা অনেকটাই কমেছে। মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। তাই তাঁকে সরানোর কোনও প্রশ্ন নেই। শাহর দাবি, একেবারে প্রথম দিন থেকে আলোচনায় রাজি সরকার। কিন্তু বিরোধীরাই আলোচনা চায় না।

চাকরি পেয়েছেন কিন্তু এখনও ওঠেনি পর্ষদের খাতায় নাম

সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা ৫ শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতের নির্দেশে চাকরি পেয়েছেন, অথচ পর্ষদের খাতায় এখনও নাম ওঠেনি। এখনও পর্ষদের খাতায় তাঁদের টেট অনুত্তীর্ণ হিসাবে দেখানো হচ্ছে। মেলেনি টেট পাশের কোনও শংসাপত্রও। বুধবার কলকাতার সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার পর বেরিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বাঁকুড়ার পাঁচ শিক্ষক। অভিযোগ, পর্ষদের গাফিলতিতেই তাঁদের এই হেনস্থা।

বাঁকুড়ার পাঁচ শিক্ষককে বুধবার ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কেন্দ্রীয় সংস্থার অফিসে তাঁরা হাজিরা দেন। কিছুক্ষণ পর অফিস থেকে বেরিয়েও আসেন। বেরোনোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পর্ষদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ওই শিক্ষকেরা। অভিযোগ, তাঁদের টেট পাশের শংসাপত্র দেওয়া হয়নি। পর্ষদের খাতাতেও টেট উত্তীর্ণ হিসাবে তাঁদের নাম নেই। সিবিআইকে পর্ষদ সঠিক তথ্য দেয়নি বলে দাবি করেছেন এই পাঁচ শিক্ষক। সেই কারণেই তাঁদের ডাকা হয়েছিল। ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় ভুল প্রশ্নের অভিযোগ তুলে ২০১৭ সালে যে মামলা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে ২০২১ সালে কলকাতা হাইকোর্ট ১৭৫ জন চাকরিপ্রার্থীকে অবিলম্বে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল। অভিযোগ, নিয়োগ হলেও সকলে পর্ষদের কাছ থেকে টেটের শংসাপত্র পাননি। ৪৫ জন প্রাথমিক শিক্ষকের নামের পাশে এখনও পর্ষদের খাতায় অনুত্তীর্ণ বলেই লেখা আছে। সিবিআইয়ের কাছে যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। তা দূর করতে এই শিক্ষকদের ডেকে পাঠানো হয়।

সিবিআই দপ্তরে পৌঁছে যথাযথ নথি এবং তথ্য দিয়ে এসেছেন বাঁকুড়ার শিক্ষকেরা। সিবিআই তাঁদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট বলেও জানান। কিন্তু পর্ষদ সঠিক তথ্য দিলে বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়ার এই হেনস্থা হত না, দাবি শিক্ষকদের।

সিবিআইয়ের চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতের নির্দেশে জেল হেপাজতে যাওয়া চারজন শিক্ষক চাকরির জন্য ঘুষ দিয়েছিলেন ২২ লক্ষ টাকা। কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল ও নীলাদ্রি ঘোষের বিরুদ্ধে পেশ করা চার্জশিটে উঠে এসেছে এই তথ্য। এখনও পর্যন্ত ৫০ জনের উপর চাকরিপ্রার্থীর সন্ধান পেয়েছে সিবিআই, যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষকের পদ পাওয়ার জন্য গড়ে ৫ লাখ থেকে ৬ লাখ টাকা করে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যেই অনেকেই তাপস মণ্ডলের ডিএলএড কলেজের ছাত্রছাত্রী। তাপস মণ্ডলের মাধ্যমে ওই টাকা পেয়েছিলেন কুন্তল ঘোষ। কুন্তলের মাধ্যমে ওই টাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অন্য প্রভাবশালীদের কাছে গিয়েছিল বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের।

১২ দিন পর পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেন বুদ্ধবাবু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতালে ১২ দিন বন্দিদশায় কাটানোর পর ফের পাম অ্যাভিনিউয়ের স্থায়ী ঠিকানায় ফিরলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়িতে। এদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার আগেই মঙ্গলবার পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে গিয়ে হোম-কেয়ারের জন্য সমস্ত সেট আপ ঠিক করা হয় হাসপাতালের তরফে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন হোম কেয়ারে ২৪ ঘণ্টা হাসপাতালের মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে থাকবেন।

এদিকে হাসপাতাল সূত্রে খবর, বুধবার সকাল থেকে বাড়ি যাওয়ার আনন্দে খুশি ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এদিন তাঁর সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সে ছিলেন একজন চিকিৎসক, একজন টেকনিশিয়ান একজন নার্স। আগামী কয়েকদিন ২৪ ঘণ্টাই মেডিক্যাল নজরদারিতে থাকবেন কারণ সংক্রমণ মুক্ত হলেও পুরোপুরি সুস্থ নন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মুখে তরল খাবার দেওয়া হলেও লাগানো রয়েছে রাইলস টিউব। সঙ্গে চলছে হালকা মাত্রায় অক্সিজেন। রাতে ছাড়া বাইপ্যাপ সার্পোটের তেমন প্রয়োজন পড়বে না বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা। তবে তাঁর শরীরের সমস্ত প্যারামিটারগুলোয় নজর রাখার জন্য আগামী কয়েকদিন ২৪ ঘণ্টার জন্য চিকিৎসক ও সিস্টার নজর রাখবে তাঁর উপরে। বাড়িতেই চলবে ফিজিওথেরাপি, সোয়ালো থেরাপি, যাতে তিনি নিজে মুখে করে তরল খাবার খেতে পারেন তাও। তবে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ আছেন। হাসছেন, কথা বলছেন, রবীন্দ্র সংগীত শুনছেন। বুদ্ধদেববাবু দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠায় স্বস্তিতে চিকিৎসকেরাও। খুশিও বটে। এখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সংক্রমণমুক্ত রাখাই চ্যালেঞ্জ।

সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেন গৃহকর্তা, খুশি বুদ্ধ জায়া মীরা ভট্টাচার্যও। যারা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সুস্থতা কামনা করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি। একইসঙ্গে বলেন, 'আরও দায়িত্ব বাড়ল। এখন ওঁকে কড়া নজরে রাখতে হবে।' প্রসঙ্গত, সংক্রমণ থেকে বাঁচাতেই মঙ্গলবার বুদ্ধবাবুর পুরো ফ্ল্যাট স্যানিটাইজ করা হয়।

গত ২৯ জুলাই শ্বাসনালীতে সংক্রমণ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সঙ্গে ছিল টাইপ টু রেসপিরেটরি ফেলিওরের সমস্যা। ১২ দিনের কঠিন লড়াই শেষে সুস্থ হয়ে নিজের প্রিয় ঘরে ফিরলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ভর্তির দিনই রাতে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ভেন্টিলেশন। ৪৮ ঘণ্টারও বেশি ১০০ শতাংশ ভেন্টিলেশনে কাটানোর পর ফের সুস্থতা ও উন্নতির ইঙ্গিত দেয় টেস্ট রিপোর্ট। অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির ফেরার অপেক্ষায় হাজির ছিলেন পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়েরা।

রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশনে আগুনে পুড়ল সরকারি নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সকালেই রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশনের চত্বরে আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়ায়। আগুন লাগে স্টেশনের সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের একটি অফিসের দোতলায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রী, মেট্রোর কর্মীদের মধ্যে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, আগুনের জন্য মেট্রো চলাচলে কোনওরকমের বিঘ্ন ঘটেনি। সূত্রে খবর, বুধবার সকালে রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টারে আগুন লাগে। সকাল পৌনে আটটা নাগাদ ওই কাউন্টারের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন কর্মীরা। কর্মীরা কাজ শুরু করার আগেই স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলের। তবে দমকলের কর্মীদের প্রাথমিক ধারনা, এসি-তে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। সেখানে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। তবে আগুনে ঝলসে গিয়েছে কাউন্টারের অনেকাংশই। দরকারি অনেক নথি পুড়ে গিয়েছে। কাউন্টারের ভিতরে ঝলসে যাওয়া সব স্পষ্ট করছে, আগুনের তীব্রতা ভালই ছিল। তবে কর্মীরা যেহেতু সে সময়ে কাউন্টারে ছিলেন না, তাই বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন পুরোপুরিই নিয়ন্ত্রণে। তবে কর্মীরা কিছুটা হলেও আতঙ্কিত। কাউন্টারের মনিটর, নথি, মেশিন সবই ঝলসে গিয়েছে। তবে এর জেরে রবীন্দ্রসদনে মেট্রো চলাচলে কোনও অসুবিধা হয়নি। মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 08/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12167 নং এফিডেভিট বলে Sushil Bairagi S/o. Shambhu Charan Bairagi ও Sushil Bairagi S/o. K. Bairagi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 04/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11997 নং এফিডেভিট বলে Sk Rafique S/o. Sk Iyasin Baks ও Sekh Rafique Boux S/o. I. Sk সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11760 নং এফিডেভিট বলে আমি Debasis Dhar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nisith Kumar Dhar ও N. K. Dhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11761 নং এফিডেভিট বলে Swapan Karmakar S/o. Anath Bandhu Karmakar ও Swapan Karmakar S/o. Lt. Anath Bandhu Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/03/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 37 নং এফিডেভিট বলে Anhaj Ali Dewan ও Anhag Ali Dewan S/o. Ayub Ali Dewan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11762 নং এফিডেভিট বলে আমি Nirmal Kanti Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Ghosh ও Lt. Biswanath Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11764 নং এফিডেভিট বলে Shyamal Mondal S/o. Srinibas Mondal ও Shyamal Mandal S/o. S. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 04/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11983 নং এফিডেভিট বলে আমি Khurshid Ahmed ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nabijan ও Lt. Nabijan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 04/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4030 নং এফিডেভিট বলে আমি Saikh Firoj Box S/o. Saikh Ahad Box (old name) at Imambazar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Firoj Box S/o. Ahad Box (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Saikh Firoj Box S/o. Saikh Ahad Box & Sekh Firoj Box S/o. Ahad Box উভয়েই সর্বত্র ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, **স্বামী ধর্মাপ্রিয়নন্দ**, (পূর্বাশ্রমের নাম - সজল সরকার) পিতা শ্রী সৌভাগ্য সরকার, স্থায়ী ঠিকানা - রামকৃষ্ণ মঠ (সদর দপ্তর), পোঃ- বেলুড় মঠ, জেলা : - হাওড়া, পঃবঃ - ৭১১২০২ আন্তরিকভাবে ও নিশ্চিতরূপে ঘোষণা করিতেছে যে, **স্বামী ধর্মাপ্রিয়নন্দ** এবং **সজল সরকার** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি যেটি এভিটেভিট নং. - ৩৪ তারিখ ১.৬.২০২২-এ প্রথম শ্রেণীর মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে করা হইয়াছে। এখন হইতে আমি সর্বত্র স্বামী ধর্মপ্রিয়নন্দ নামে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Amit Kumar Chowdhury**, Son of Late Birendranath Chowdhury, Resident of Bhandarhati, Hooghly, West Bengal-712301, declare that my Surname has been inadvertently written in my Service record as Amit Kumar Chaudhuri instead of Amit Kumar Chowdhury. Amit Kumar Chowdhury and Amit Kumar Chaudhuri are one and same person as per vide affidavit no 363 dt.03.08.2023 before the Learned Metropolitan Magistrate, Calcutta.

DECLARATION

I AMAN KUMAR AGARWAL, S/o PRADEEP KUMAR AGARWAL, aged about 42 years, Adhar No. 7768 1862 5796, PAN No. ADYPA7523P residing at 69, SK Deb Road, Ujaas complex, Block 06, Flat No. 301, District North 24 Parganas, Pin : 700048 do hereby solemnly affirm and declare through Affidavit from Bankshall Court Dated : 08.08.2023 that I am equally known as AMAN KUMAR AGARWAL and AMAN AGARWAL is same and one identical person only.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী মোকাম চন্দননগরের প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত।

টাইটেল স্যুট নং ৩৯৯/২০১৫ ।

শ্রী সুভাষ পুলে, পিতা মৃত পঞ্চু পুলে সাকিম বাগডাঙ্গা, পোস্ট অফিস- নওপাড়া, থানা- সিঙ্গুর জেলা- হুগলী ..... বাদি

-বনাম-

শ্রীমতী রেখা পাত্র, স্বামী শ্রী সুকুমার পাত্র, সাকিম বাসুদেবপুর (রাওতা) পোস্ট শ্যামনগর থানা- জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। ...বিবাদী

এতদ্বারা বিবাদীকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত বাদীগণ চন্দননগর প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি লইয়া দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, যাহার নং টাইটেল স্যুট ৩৯৯/২০১৫ । উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত নোটিশ যাহা ডাকযোগে প্রেরন করা হইয়াছিল। আপনার উপর জারি না হওয়ার কারনে এই প্রকাশনার মাধ্যমে আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, এই প্রকাশনার দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা নিযুক্তিয় উকিল বাবু মারফৎ চন্দননগর প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতে আসিয়া আপনাদের বক্তব্য দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় আপনাদের অনুপস্থিতিতে আইনানুগ আদেশ হইবে। পরবর্ত্তী ধার্য্য দিন।

তপশীল বর্নিত সম্পত্তির পরিচয়

জেলা হুগলী থানা সিঙ্গুর ৩০ নম্বর জে.এল. ভুক্ত বাগডাঙ্গা মৌজায় আর এস ৩৬৮ নম্বর তথা হাল ৫৬৩ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত আর.এস ও এল.আর ১১৭৪ নম্বর দাগে যোল আনায় ০.১১ শতক বাস্তু সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি অত্র মোকর্দ্দমার তপশীল সম্পত্তি হইতেছে।

Samojit Mitra
উকিল বাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Junior Division)
1st Court Chandernagore
01/03/23

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মোকাম খড়গপুর জুনিয়ার সিভিল জজ আদালত

T.S. No-48/2022

শ্রী জয়ন্ত কুমার ঘোষ দীং ... বাদী

-বনাম-

শ্রী জাদব ভূঞা দীং ... বিবাদী

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নারায়নগড় থানার লোহাবরনচক পোষ্ট অফিসের অর্ন্তগত কামার গ্রাম মৌজায় ৩ (ক) শ্রীমত্যা ফালগুনি দাস স্বামী- ঁশম্ভু দাস, ৩ (খ) শ্রী অসিম দাস, ৩ (গ) শ্রীমতী কুমারী পিঙ্কি দাস, উভয়ের পিতা- ঁশম্ভু দাস, আপনাদিগকে জানানো জায় যে, নিম্নের তপশীল বর্নিত সম্পত্তি সমন্ধে খাস দখল পাওনের প্রার্থনা উপরোক্ত বাদীগন আপনাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমার উত্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ১ মাসের মধ্যে কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- নারায়নগড়, মৌজা- চাতুরীভাড়া, জে.এল. নং- ২৬৯, খতিয়ান নং- ৬৩/২,
২৬১ দাগে পুকুর পাড় ...০২ ডেঃ
২৬৩ দাগে বাস্ত ...০৮ ডেঃ
২১৪/৫২৩ দাগে বাস্তু ... ০১ ডেঃ
মোট- ১১ ডেঃ।

আদেশ অনুসারে
দেবাশীষ গায়েন
সেরেস্তাদার খড়গপুর মহকুমার
মোকাম জুনিয়ার সিভিল জজ
আদালত

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া

মিস (প্রোবেট) সেক কেস নং ১৪/২০১৯

দরখাস্তকারী- রাধা রাণী দাস। স্বামী দিলিপ দাস, এলানিয়া শিবতলা রোড, ফুলবাগান, থানা ও পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানানা যাইতেছে যে দরখাস্তকারী লংকেশ্বর মন্ডলের ত্যক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষনে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা ২০, নবদ্বীপ, মধ্যে নবদ্বীপ পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এলানিয়া শিবতনা রোড, ফুলবাগান স্থিত ১৫৭ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি যাহার
মৌজা- ২০, নবদ্বীপ, খতিয়ান নং- এল.আর, ২৫৪০, দাগ নং- এল.আর, ২৪২৪, রকম- বাড়ী, পরিমান- ৩ শতক।
চৌহদি উত্তরে-গঙ্গা বিশ্বাস এর সম্পত্তি।
দক্ষিণে- সুভদ্রা দাস দীং এর সম্পত্তি।
পূর্বে- কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে- কাঁচা রাস্তা।

আদালতের আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার
Ripan Majunder
Civil Judge (Jr. Diva.) Coat
Nabadwip, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য আদালত সিভিল জজ্ সিনিয়ার ডিভিশন (প্রথম আদালত), চুঁচুড়া, হুগলী

রেফারেন্স ঃ মানি (এক্সিকিউশন)

কেস নং- ১১ / ২০১৭

দি হুগলী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড ...ডিক্রি হোল্ডার

-বনাম-

অম্বরিশ বিশ্বাস ...জাজমেন্ট ডেটর

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অম্বরিশ বিশ্বাস, পিতা- ঁশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং- প্রযত্নে- প্রিন্সিপ্যাল, গভঃ ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ ফর উইমেন, হুগলী পোস্ট অফিসের নিকট, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০৩ আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা সিভিল জজ্ সিনিয়ার ডিভিশন (প্রথম আদালত), চুঁচুড়া, হুগলীতে চলমান রহিয়াছে, যাহার আগামী শুনানীর তারিখ "বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে" তারিখে ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত তারিখে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা হাজির হয়ে আপনার স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আপনার বিরুদ্ধে মহামান্য আদালত একতরফা শুনানী করিবেন।

সেখ রাজু
অ্যাডভোকেট,
জেলা জজ্ আদালত, হুগলী

শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ্ সিনিয়ার ডিভিশন
(প্রথম আদালত), চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১০ ই আগষ্ট,২৪শে শ্রাবণ । বৃহস্পতিবার । নবমী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবীর মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ সকাল ৭ ১১ র পরে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহত দাম্পত্য জীবনে আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন ,অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক ,শিল্পী ,কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রী জগন্নাথ।

ধনু রাশি : আজ বৃহস্পতিবার নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব ।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা ,কাকা ,জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি হবে। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তৃণমূলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য সহ তিনজনকে অপহরণের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বোর্ড গঠনের আগে তৃণমূলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য সহ তিনজনকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযোগ পেয়েই বিজেপির বিষ্ণুপুর জেলা কার্যালয় থেকে উদ্ধার করল তিনজনকে। যদিও অপহরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের ঠিক আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লক। ওন্দা ব্লকের চুড়ামণিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে দুই তৃণমূল সদস্য সহ তিনজনকে অপহরণের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেতেই পুলিশ বিষ্ণুপুরে বিজেপির দলীয় জেলা কার্যালয় থেকে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে। বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের চুড়ামণিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ১১টি। এর মধ্যে ৭টিতে জয় পায় তৃণমূল। তিনটি আসন যায় বিজেপির ঝুলিতে, একটি আসনে সিপিএম প্রার্থী জয়ী হন। ফলাফলের নিরিখে তৃণমূলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে। তৃণমূলের অভিযোগ, তাদের দুই জয়ী সদস্যকে অপহরণ করে নিজেদের দলে যোগদান করিয়ে সিপিএম সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা করেছিল বিজেপি। তৃণমূলের দাবি, এই উদ্দেশ্য সফল করতে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী বন্দনা রায় ও সঞ্জয় মান্ডি নামের দুই পঞ্চায়েত সদস্যকে গতকাল অপহরণ করে নিয়ে যায় বিজেপি।

বন্দনা রায়ের পরিবারের তরফে অপহরণের অভিযোগ পেতেই তদন্তে নামে ওন্দা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুই পঞ্চায়েত সদস্যের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে গতকাল রাতে বিষ্ণুপুরে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় থেকে দুই সদস্য সহ তিনজনকেই উদ্ধার করা হয়েছে। ওন্দা থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুই পঞ্চায়েত সদস্য সহ তিনজনকেই বুধবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে তোলা হবে। ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।

বিজেপি অপহরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির দাবি, অপহরণ, ভোট লুঠ, ব্যালট খেয়ে ফেলার সংস্কৃতি তৃণমূলের। এই ধরনের কোনও কাজে বিজেপি বিশ্বাস করে না।

৩৮ বছর পর ব্লু-লাইন মেট্রোয় হচ্ছে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩৮ বছরের ব্যবধানের পর পরিবর্তন হতে চলেছে মেট্রোর তৃতীয় রেলে। উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোতে (ব্লু লাইন) অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি তৃতীয় রেল দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হবে, এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলের তরফ থেকে। এই পরিবর্তনের জেরে শক্তির ক্ষয়ক্ষতির ৮৪ শতাংশ হ্রাস পাবেই বলে মনে করছেন কলকাতা মেট্রোর আধিকারিকেরা। আর্থিক দিক দিয়ে হিসেব করলে বাঁচবে ১ কোটি টাকা। অ্যালুমিনিয়াম নির্মিত তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপনের পর কলকাতা মেট্রো সিঙ্গাপুর, লন্ডন, মস্কো, বার্লিন, মিউনিখ এবং ইস্তাম্বুল মেট্রোর লিগের অন্তর্গত হবে যেখানে তৃতীয় রেলের প্রতিস্থাপনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে মেট্রো পরিষেবাগুলি সুষ্ঠুভাবে চলছে।

মেট্রো রেলওয়ের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর (ব্লু লাইন) দমদম থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত স্টিলের তৈরি এই তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপনের কাজ চলবে দুই ধাপে। তৃতীয় রেল ইতিমধ্যে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো (গ্রিন লাইন), বেগুনি লাইনের জোকা-তারাতলা প্রসারণে ইনস্টল করা হয়েছে এবং কলকাতা মেট্রোর সমস্ত আসন্ন করিডোরে থাকবে। পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, এই অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেলের উচ্চতর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার সঙ্গে সিস্টেম ভোল্টেজ ড্রপ এবং শক্তি খরচ কমানোর ক্ষমতা রয়েছে। এর ফলে মেট্রো পিক আওয়ারে কম ব্যবধানে পরিষেবা চালানোর ক্ষমতা অর্জন করবে।

বিএসএফের তৎপরতায় বানচাল মাদক-সহ রুপোর অলঙ্কার পাচার, গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: ইন্দো-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাসে পাচার বানচাল করল বিএসএফ। উদ্ধার মাদক-সহ রুপোর অলঙ্কার, গ্রেপ্তার বাসের ২ চালক, ২ হেলপার সহ মোট ৬ পাচারকারী। ভারত বাংলাদেশের উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে পাচার ব্যর্থ করল ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ জাওয়ানরা। এই ঘটনায় ৬ জনকে আটক করেছে বিএসএফ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৭.৪১৬ কেজির রুপোর গয়না যার বর্তমান বাজারের মূল্য ১২ লক্ষ ৭০ হাজার ২২৮ টাকা। এছাড়াও তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেআইনি মাদক ও মদের বোতল, যার বর্তমান বাজারের মূল্য ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৮২০ টাকা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী বাস তল্লাশির সময় ৬ জন যাত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে এই রুপোর গয়না, ১২ বান্ডিল নেশার ওষুধ ও এবং ১৮ বোতল মদ। ওই ৬ জনকে আটক করেছে বিএসএফ। ধৃতদের নাম, ইন্দ্রজিৎ রায় বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান, ভোলা পাল বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান, সমীর সাহা বাড়ি মুর্শিদাবাদ, মহম্মদ এরশাদ পশ্চিম বর্ধমান, জাবের কাকবাল লস্কর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মোঃ আমিন কলকাতা, মহম্মদ ইউসুফ কলকাতা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই মাদক সহ এই পণ্য সামগ্রীগুলো নিয়ে বাংলাদেশের অন্য এক ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনা ছিল। ধৃতরা পাসপোর্টধারী তারা দীর্ঘদিন ধরেই ইন্দো-বাংলাদেশ গ্রিন লাইন বাস সার্ভিসে কাজ করে। উদ্ধার করা সমস্ত পণ্য সামগ্রী কাস্টমসের হাতে হস্তান্তর করা হয় বিএসএফের পক্ষ থেকে।

রাজ্য সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে দ্বিচারিতা করছে: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'রাজ্য সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দ্বিচারিতা করছে। আমি এর মুখোশ খুলে দেব।' বুধবার বিকালে হাওড়াতে দলীয় কর্মসূচিতে এসে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, রাজ্যে বাম আমলের শেষ পর্যন্ত ২৯৩-২৯৪ টি মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। বর্তমান সরকার বিগত ১২ বছরে কোনও নতুন নিয়োগ করেনি।' নওসাদের কথায় 'মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত আন-এডেড মাদ্রাসা রয়েছে সেগুলোতে মিড ডে

মিল দিক না। রাজ্যের ২৩৫ টি আন-এডেড মাদ্রাসার মধ্যে ১৫-২০ টি এমন রয়েছে যেগুলো বাচ্চারা চালাচ্ছে, তার একটাতেও মিড ডে মিল দেয় না রাজ্য সরকার।'

ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের অধীনে আনা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'যদি এতে ভাঙড়বাসীর সুরক্ষা নিশ্চিত হয় তাহলে কোনও অসুবিধা নেই। তবে যদি উনি পুলিশ ব্যবস্থা কায়েম করতে চান তাহলে বিধানসভা ও তার বাইরে আন্দোলন হবে। প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হব। আর ভাঙড়বাসীকে শুধু কলকাতা পুলিশের অধীনে আনলেই হবে না, ভাঙড়কে কলকাতা পুরনিগমের আওতাতেও আনতে হবে।'

সাইবার অপরাধ রুখতে বিশেষ শিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রযুক্তিগত উন্নতি যত হচ্ছে, ততই বিশ্ব জুড়ে সাইবার অপরাধ বাড়ছে। তৈরি হচ্ছে হ্যাকিংয়ের নিত্যনতুন পন্থা।

এ নিয়ে সচেতন করতেই আই সাইবার ডিফেন্স সংস্থা ব্রিটিশ হাই কমিশনের সহযোগিতায় রাজ্য তথা কলকাতা পুলিশ এবং নতুন উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের জন্য শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল মঙ্গলবার সকালে কলকাতায়। ইন্ডিয়া - ইউ কে সাইবার সিকিউরিটি রোড ম্যাপ২০২৩ শীর্ষক সম্মেলন হয় সেখানে। সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের আই টি বিভাগের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, ব্রিটিশ হাই কমিশনের পক্ষে নিক লো ,কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ,সাইবার ডিফেন্সের প্রধান সৌমেন পাল ও ইন্ডিয়ান সাইবার ডিফেন্সের আন্তর্জাতিক প্রধান দীপ্তেশ সাহা। রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, রাজ্য সরকার সাইবার ক্রাইমের মোকাবিলা করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মী ও পুলিশ বাহিনীকে প্রযুক্তিগত উন্নত করতে ব্যাপক ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে। ব্রিটিশ হাই কমিশনের পক্ষে ডেপুটি কমিশনার নিক লো জানান, ব্রিটেনে সাইবার হ্যাকিং এর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। ভারতে এবং কলকাতায় সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করতে প্রশিক্ষণ শিবিরের কাজে ব্রিটিশ হাই কমিশন প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে।

মুখ্য উদ্যোক্তা দীপ্তেশ সাহা জানান, রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় তাঁদের সংস্থা কলকাতা পুলিশ ও নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়ী উদ্যোগীদের সাইবার হ্যাকিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা শিক্ষণ শিবিরের কাজ করবেন ধারাবাহিকভাবে।

তিন মাস ধরে মহানামযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলি জেলার ত্রিবেণী রামানুজ সীতারাম ওঙ্কারজি মঠে গত ৩ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন শুরু হয়েছে তিন মাস ধরে মহানামযজ্ঞ অনুষ্ঠান। মঠের পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন মঠে নিরবচ্ছিন্নভাবে নাম সংকীর্তন চলছে। অনুষ্ঠান শেষ হবে সেপ্টেম্বর মাসে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুসন্তগণ আশ্রমে সমবেত হচ্ছেন এবং পরম্পরাগতভাবে প্রসাদ বিতরণে অংশ নিচ্ছেন। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ রামানুজ মঠের উদ্যোগে ত্রিবেণী সঙ্গমে বিগত তিন বছর ধরে কুম্ভস্নানের আয়োজন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে দেশের সাধুসন্তগণ এখানে কুম্ভস্নানেও অংশ নিচ্ছেন বলে মঠের পক্ষে জানানো হয়েছে।

'চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট' এর আড্ডার প্রথমদিনেই ছিল চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকৃতির কোলে গঙ্গার পাড়ে 'চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট' এর আড্ডার শুরুর দিনেই বসেছিল চাঁদের হাট। হুগলির বকুলতলা ঘাট সংলগ্ন পার্কে রবিবারের সন্ধ্যার আলো আঁধারী লগ্নে আড্ডায় সামিল হলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন। ইঞ্জিনিয়ার থেকে ব্যাংক কর্মী, প্রশাসনিক দপ্তরের অধীনস্থ কর্মচারী থেকে শিল্প-সাহিত্য প্রেমী মানুষ, যারা নিজস্ব কাজের জগতের বাইরে বর্তমান সমাজের অবক্ষয় নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। সেই সমস্ত মানুষজনকে খুঁজে খুঁজে একটি ছাতার নীচে আনার কাজটি প্রকৃত অর্থেই সহজসাধ্য নয়, সে কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না, সেই সব সংবেদনশীল মানুষজনকে ঘাটের আড্ডায় একত্রিত করলেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা। ক্যানভাসে 'রং ছাড়া রঙিন ছবি' তৈরি করাই যাঁর নেশা, সেই নেশার সঙ্গে বর্তমানে মিশিয়ে দিয়েছেন গঙ্গার ঘাটের ইতিহাস খুঁজে বেড়ানো। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মোবাইল ফোনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারে

আমাদের মন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে উঠছে। মূল্যবোধ হারিয়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রায় সকলেই একটা অবক্ষয়ের শিকার। এরই মাঝে খানিকটা সময় একটা আত্মিক ভাবে একসঙ্গে থাকার অনুভূতিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টায় গত রবিবার ৬ অগস্ট বসেছিল এই আড্ডা।

একদিকে সেদিন ছিল বন্ধুত্ব দিবস, অপরদিকে হিরোশিমা দিবস। আড্ডার শুরুতেই হিরোশিমা দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে এই দিবসটি নিয়ে সংক্ষেপে বক্তব রাখেন সাহিত্যিক আব্দুল গফফার। উপস্থিত ছিলেন নাট্য অভিনেতা অমল চক্রবর্তী, রাজর্ষি সেনগুপ্ত সহ হাওড়া ও দমদম থকে আসা বেশ কিছু সংবেদনশীল মানুষজন।

উপস্থিত সকলের হাতে প্রণব শীল তুলে দিলেন গাছের বীজ ও কাগজ দিয়ে তৈরি কলম। এই প্রসঙ্গে কোলাজ সম্রাট তপন সাহা জানান, কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে মাটিতে ফেলে দিলেই এই কলমের ভেতরে থাকা বীজ থেকে জন্মাবে গাছ, একদিন সেই গাছ পরিণত হবে বড় বৃক্ষে, আর তার তলায় শান্তিতে ছায়া পাবে, আড্ডা দেবে একদল ক্লান্ত মানুষ। প্রতি রবিবার বকুলতলা ঘাটের এই জমায়েত থেকে আমরা 'চ্যাটে ভাটা আর আড্ডায় জোয়ার' আনতে চাই, ফিরে পেতে চাই একসঙ্গে থাকার অনুভূতি। সেই সঙ্গে অভিভাবকদের বোঝাতে চাই শিশুটির হাতে মোবাইল না দিয়ে বরং তুলে দিক রং-পেন্সিল, কাগজ, ছড়ার বই।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ অগস্ট ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

সুজয়কৃষ্ণের রিপোর্ট পাওয়ার পরই বেসরকারি হাসাপাতালেই অস্ত্রোপচারে সম্মতি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেসরকারি হাসপাতালে সুজয়কৃষ্ণের অস্ত্রোপচারে এবার না করল না এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এদিকে সরকারি হাসপাতাল তথা এসএসকেএমে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল নিয়োগ দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের। স্পষ্ট জানিয়েছিলেন হার্ট সার্জারি করানোর ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালের ওপরেই ভরসা রয়েছে তাঁর। তবে সুজয়কৃষ্ণের সেই আর্জি মেনে নিতে রাজি ছিল না এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তবে বুধবার নিজেদের অবস্থান বদল করল ইডি। বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারে তাদের কোনও আপত্তি নেই বলে আদালতে জানায় কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। এদিকে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রিপোর্ট পেশ করেছে মেডিক্যাল বোর্ড।

আদালতের নির্দেশ মেনে জোকা ইএসআই হাসপাতালে সুজয়কৃষ্ণের জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না,তা খতিয়ে দেখার জন্য এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে রিপোর্টও পাঠানো হয় ইএসআই-তে। এরপরই বুধবার আদালতে ইডি জানায়,অবিলম্বে সুজয়কৃষ্ণের অস্ত্রোপচার করা জরুরি। সরকারি হোক বা বেসরকারি, কোনও হাসপাতালেই অস্ত্রোপচারে আপত্তি নেই তাদের। ইডির আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, কাকুর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। অর্থাৎ অবস্থার আরও অবনতি যাতে না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্যারোলে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া পেয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। প্যারোল শেষ হওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তাঁর বুকে তিনটি স্টেন্ট বসানো হয়েছে। আর্টারিতে ব্লকেজ মিলতেই অপারেশনের পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা।

রাজ্যের অন্যতম আধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত থাকলেও বেঁকে বসেছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। প্রথমে মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল ও পরে আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালের কথা বলেছিলেন তিনি। নিম্ন আদালত সুজয়কৃষ্ণের আর্জি খারিজ করে দেয়। পরে হাইকোর্টে মামলা হয়। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে জামিনের আর্জি জানানো হলেও তা খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট।

সেলিমের পোস্টে সম্মানহানি, আইনি নোটিস দিলেন অভিষেকের আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের জের। এবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে আইনি নোটিস পাঠালেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আইনজীবী। তাঁর অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বাম নেতার পোস্টে অভিষেকের সম্মানহানি হয়েছে। সেলিমের করা সমস্ত অভিযোগের প্রমাণ দাখিলের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত চোখের অপারেশনের জন্য আমেরিকা গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখে সানগ্লাস, পরনে শার্ট। ক্লিনশেভড। একদম অন্য লুকে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেলফি তুলে সোশ্যাল সাইটে পোস্ট করেন অভিষেক।

অভিষেককে কটাক্ষ করতে গিয়ে গত সোমবার সিপিএম নেতা সেলিম লিখেছিলেন, ' অভিষেক তাঁর অসাধু সম্পদ রাখার করার জন্য ১৫ জন বিদেশি পতিতার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিলেন।' পতিতা শব্দ নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়। ঘরে ও বাইরে চাপের মুখে পড়ে তিনি পোস্ট না বাতিল করলেও, পতিতা শব্দ বদলে যৌনকর্মী লেখেন।

সেলিমের ব্যবহার করা ওই অশালীন শব্দ নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়ে যায়। ঘরে বাইরে আক্রমণের মুখে পড়েন সেলিম। সব চাপের মুখে শেষে নিজের ভুল শুধরে নিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। দুঃখপ্রকাশ না করলেও মঙ্গলবার সাতসকালে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে টুইটের 'ভুল' শুধরে নিয়েছেন সেলিম। তবু শেষরক্ষা হয়নি।

বুধবার সকাল থেকে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান যৌনকর্মীরা। সিপিএম নেতার মন্তব্যে তাঁরা যে দুঃখ পেয়েছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদক বিশাখা নস্করের কথায়, 'মহম্মদ সেলিমের মন্তব্যে কষ্ট পেয়েছি। রাজনৈতিক নেতারা আমাদের সম্মান দিন।'

২০২৬ থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষায় ব্যবহার হবে ওএমআর শিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জল্পনা চলছিল সেমেস্টার সিস্টেম আসতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিকে। সঙ্গে প্রশ্নও হবে এমসিকিইউ ধাঁচে। প্রস্তাব নিয়েও চলছিল জোর চর্চা। অবশেষে সেই জল্পনাই সত্যি হল। এবার জানা গেলে ২০২৬ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে চালু হতে চলেছে ওএমআর শিট। ২০২৬ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিকের সেমেস্টারের পরীক্ষায় ওএমআর চালুর বন্দোবস্ত একরকম পাকা হয়ে গিয়েছে বলেই সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করে ফেলেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সূত্রের খবর, ঠিক হয়েছে ২০২৬ সালে দুটো সেমিস্টারে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা হবে। নয়া শিক্ষানীতির আধারেই নেওয়া হবে পরীক্ষা। তার মধ্যে প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা হবে মাল্টিপেল চয়েস প্রশ্নত্তোর ফর্ম্যাটে। এই পরীক্ষাই এই ওএমআর শিটে নেওয়া হবে বলে খবর। তবে এ খবর প্রকাশ্যে আসতেই শিক্ষামহল জুড়ে শুরু হয়েছে বিস্তর চর্চা।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বলছে সর্বভারতীয় স্তরে যে সমস্ত পরীক্ষাগুলি হয় সেগুলির সবই প্রায় ওএমআর শিটে দিতে হয়। তাই বাংলার পড়ুয়ারা যাতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভাল ফল করতে পারে সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে, ওএমআর ফরম্যাটে পরীক্ষা দিতে গিয়ে যাতে কোনও সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় তাই স্কুল স্তর থেকেই তাঁদের ওএমআর শিটের সঙ্গে অভ্যস্ত করানো হবে। এদিকে শিক্ষা মহলের একটা বড় অংশ এই নয়া সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এদিকে নিয়োগ দুর্নীতির খবর সামনে আসার পর থেকে লাগাতার সামনে এসেছে ওএমআর শিটে কারচুপির খবর। সে কারণেই আবার একাংশের শিক্ষাবিদ এই নয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। প্রশ্ন উঠেছে, ঠিক করে ওএমআর শিটের মূল্যায়ন হবে কিনা তা নিয়েও। একইসঙ্গে শিক্ষাবিদদের একাংশের আশঙ্কা, গোটা প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠভাবে হবে কি না তা নিয়েও। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ওএমআর শিটে উত্তর দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। তা মেনে চলতে হয়। ভুলভাবে পয়েন্ট আউট করলে বা দাগ দিলে মেলে না নম্বর। তাই এই নয়া প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছাত্ররা দ্রুত কতটা অভ্যস্ত হতে পারবে তা নিয়েও দেখা দিয়েছে উদ্বেগ। যদিও শিক্ষাবিদদের একাংশ মনে করছেন দিনের শেষে সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন পড়ুয়ারা। যদিও শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর,পরীক্ষায় বসার আগে এ বিষয়ে পড়ুয়াদের যাবতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ঠিক করা হবে ট্রেনিং মডিউল,আয়োজন করা হতে পারে মক টেস্টের। কীভাবে গোটা প্রক্রিয়া হবে ইতিমধ্যেই তার খসড়াও তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

কামারহাটিতে বাড়িতে বিস্ফোরণে জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কামারহাটি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের একবারে ঘিঞ্জি এলাকা ধোবিয়াবাগান। বাড়িগুলো গায়ে-গায়ে।

সেই জনবহুল ধোবিয়াবাগান এলাকা বুধবার দুপুরে ভয়াবহ বিস্ফোরনে কেঁপে ওঠে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন বসিন্দারা। সূত্র বলছে, বোমা বাঁধতে গিয়েই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘটনায় ৪২ বছরের শেখ নিশান-সহ দুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতরা কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলঘড়িয়া ও কামারহাটি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার সুবীর রায়। স্থানীয়দের দাবি, একটি গৃহস্থের বাড়িতে বোমা ফাটার মতো আচমকা বিকট আওয়াজ হয়। চারিদিক কালো ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বোমা ফাটার শব্দেই এলাকা কেঁপে উঠছিল। যদিও আহতদের এক আত্মীয় মোবারক হোসেনের কথায় অসংগতি উঠে এসেছে। তাঁর দাবি, 'খুব জোরে একটা আওয়াজ শুনতে পাই। প্রথমে ভাবলাম কেউ বোমা মেরে পালিয়েছে। পরে জানলাম নাকি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে। যদিও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু নমুনাও সংগ্রহ করেছে।' কী কারণে এই বিস্ফোরণ, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

একাধিক বিদায়ী জেলা সভাপতি ফের জায়গা পেলেন বিজেপির রাজ্য এক্সিকিউটিভ কমিটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গেরুয়া শিবিরের মধ্যে অশান্তির জেরে সরিয়ে দেওয়া একাধিক জেলা সভাপতিকে তড়িঘড়ি জায়গা দেওয়া হল বিজেপির রাজ্য এক্সিকিউটিভ কমিটিতে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি একাধিক জেলা সভাপতি বদলে দলের অন্দরেই বিক্ষোভের আঁচ ছড়ায়। তারপরই নয়া সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, সভাপতি পরিবর্তন হওয়ার পর মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার কর্মী নেতৃত্বের বিক্ষোভে মঙ্গলবার উত্তাল হয় সল্টলেক বিজেপির দপ্তরে।

এরপর বুধবার মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিদায়ী জেলা সভাপতি প্রদ্যুৎ বৈদ্যকেও রাজ্য এক্সিকিউটিভ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদিকে গত রবিবারই বিজেপির এ রাজ্যের একাধিক সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে সরিয়ে নতুন সভাপতি নাম ঘোষণা করা হয়। বিজেপি রাজ্য কমিটির তরফে এই তালিকা সামনে আসার পর পরই দলীয় কর্মী সমর্থকদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নতুন সভাপতিদের অনেককে নিয়ে বিজেপির দলের অন্দরেই নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয় মঙ্গলবার। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি ছিলেন প্রদ্যুৎ বৈদ্য। তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে নতুন জেলা সভাপতি করা হয় নবেন্দু সুন্দর নস্করকে। এই ইস্যুতেমঙ্গলবার বিজেপির সল্টলেক কার্যালয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপির বিক্ষোভকারীরা প্রশ্ন তোলেন ,'নবেন্দু সুন্দর নস্কর পঞ্চায়েত ভোটের দলের টিকিট না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও দল কিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে সেই বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতাকেই মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করে দিল তা নিয়েই। বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিক্ষোভকারীর এও দাবি করেন, অবিলম্বে সভাপতি বদল করার। সঙ্গে আরও বড় আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি শিবিরের একাংশ। এই ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যায় বঙ্গ পদ্ম শিবির। আর এই বিক্ষোভের পরপরই মঙ্গলবার রাতেই বৈঠকে বসে বিজেপি রাজ্য কমিটি। সেখানেই যে সমস্ত সাংগঠনিক জেলা সভাপতির বদল ঘটিয়ে নতুন মুখ আনা হয়েছে সেই সমস্ত বিদায়ী জেলা সভাপতিদের রাজ্য এক্সিকিউটিভ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপরই নজরে আসে দক্ষিণ কলকাতা,ব্যারাকপুর, আসানসোল,কাঁথি সহ একাধিক বিদায়ী জেলা সভাপতিদের নামনতুন রাজ্য এক্সিকিউটিভ কমিটিতে। আর এখানেই রাজনৈতিক মহলের ধারনা, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার মতো নতুন করে যাতে আর কোনও ক্ষোভ বিক্ষোভের আগুন না জ্বলে তা ঠেকাতেই তড়িঘড়ি মথুরাপুর সহ বিদায়ী জেলা সভাপতিদের অন্তর্ভুক্ত করা হল রাজ্য এক্সিকিউটিভ কমিটিতে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ব্যারাকপুরে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থ ব্যারাকপুর পুরসভা। এই অভিযোগ তুলে বুধবার বিকেলে বিজেপি বারাকপুর ১ ও ২ মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে ব্যারাকপুর পুরসভা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। এদিন বারাকপুর স্টেশনের কাছ থেকে মিছিল করে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা বারাকপুর পুরসভার সামনে জমায়েত হয়। পুরসভার সামনে কিছুক্ষন বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপির পাঁচজনের প্রতিনিধি দল পুরপ্রধানের কাছে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত কর্মসুচিতে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নবনির্বাচিত সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি, সহ-সভানেত্রী জিনিয়া চক্রবর্তী, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ, ব্যারাকপুর মণ্ডল-১ ও ২ সভাপতি যথাক্রমে

সুদীপ্ত দা ও স্বপন বিশ্বাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ব্যর্থ। ব্যারাকপুর পুরসভাও ডেঙ্গুর প্রকোপ রুখতে ব্যর্থ। মনোজ বাবুর আরও অভিযোগ, ব্যারাকপুরে নালা-নর্দমা ঠিকমতো সাফাই করা হয় না। মশা মারার তেলও স্প্রে করা হয় না। জমাজল ঠিকমতো অপসারণ করা হয় না। মনোজ বাবুর দাবি, নাগরিক পরিষেবা ব্যাহতের অভিযোগে আগামীদিনে এই জেলার সমস্ত পুরসভায় তারা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাবেন। যদিও ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাসের দাবি, ব্যারাকপুরে কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত নেই। ওদের দলের সংগঠনে কেউ নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। দলকে কার্যক্রম দেখানোর জন্য হয়তো এদিন উনি কর্মসূচি নিয়েছিলেন। কিন্তু ওনাদের ভূমিকা আক্রমণাত্মক ছিল না।

বেহালার দুর্ঘটনার জেরে জনসংযোগ রক্ষায় জোর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালায় দুর্ঘটনার জেরে এবার শহরের বিভিন্ন স্কুলের সামনে ঢেলে সাজানো হয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। তার সঙ্গেই এ বার স্কুলে স্কুলে জনসংযোগ বাড়ানোর কাজ শুরু করল কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। আর এই জনসংযোগের ক্ষেত্রে এবার পড়ুয়াদেরও পাঠ দিচ্ছে পুলিশ। তাতে রয়েছে রাস্তায় বেরোলে কী ভাবে রাস্তা পারাপার করতে হবে, গাড়িতে সিট বেল্ট ব্যবহার থেকে অযথা হর্ন না বাজানো, বাইকে হেলমেট ব্যবহার থেকে বেপরোয়া যাতে গাড়ি না চালানো, এই বিষয়গুলো নিয়েই পাঠ দেওয়া হচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদের। একইসঙ্গে তাদের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছেও বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে কলকাতা পুলিশ।

বুধবার দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি স্কুলের সামনে পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল সাউথ ট্রাফিক গার্ডের তরফে। সেখানে যান চলাচল থেকে পথচারীর রাস্তা পারাপারে কতটা সতর্ক থাকা উচিত, তা নিয়ে শেখানো হয় পড়ুয়াদের। একইসঙ্গে তাদের বলা হয় নিজেদের পরিবারের সদস্য আত্মীয় সকলকে এই সচেতনতামূলক আলোচনা জানাতে হবে।

কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দেবাশিষ ঘোষ জানান,'শুধুমাত্র পড়ুয়াদের নয়, এই সচেতনা শিবিরগুলির মাধ্যমে পড়ুয়াদের অভিভাবক,বন্ধুদের কাছেও আমরা বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছি পাশাপাশি, কেবল মাত্র ট্রাফিক নিরাপত্তা সপ্তাহ জুড়ে এই কাজ হবে,এমনটাও নয়, লাগাতার বিভিন্ন স্কুলে ট্রাফিক নিরাপত্তা বিষয়ক, ট্রাফিক আইনের সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালাও আমরা চালাব।'

এরই পাশাপাশি পথ দুর্ঘটনা এড়াতে আরও এক পক্ষেপের ভাবনা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের। শহরজুড়ে আরও ৭৫টিরও বেশি পেডেস্ট্রিয়ান আইল্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত স্কুলের কাছে খুব বেশি ক্রসওভার বা রাস্তা পারাপারের বিষয় রয়েছে,সেই সমস্ত জায়গায় এগুলি তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছ। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই লালবাজারের তরফে তালিকা চাওয়া হয়েছে। তবে বিষয়টি আপাতত কেএমসি-র অনুমোদন সাপেক্ষ।

এদিকে পুলিশ জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই প্রায় ২০টি এই ধরনের পেডেস্ট্রিয়ান আইল্যান্ড রয়েছে। যেগুলির মধ্যে অন্যতম পার্ক স্ট্রিট, ডোরিনা ক্রসিং ও হেস্টিংস ক্রসিংয়ের আইল্যান্ডগুলি। এছাড়া চিহ্নিত করা নতুন জায়গাগুলি হল কেভি স্কুল ও বাবুঘাটের কাছে এবং ক্যাথেড্রাল রোডে। পাশাপাশি ট্র্যাফিক গার্ডরা যে সমস্ত জায়গা উল্লেখ করেন,তার মধ্যে ২টি রয়েছে ডিএইচ রোডে। এই বিষয়ে এক কর্মকর্তা জানাচ্ছেন, লালবাজার এখন সুপারিশগুলি চূড়ান্ত করবে এবং কেএমসি-তে পাঠানোর আগে তালিকাটি আরও ছোট করা হতে পারে।

এছাড়ও যে সমস্ত জায়গার জন্য প্রস্তাব এসেছে সেগুলি হল, হেমন্ত বসু সরণী ও বিবাদী বাগ, সি আর অ্যাভিনিউ ও এমজি রোড, জেএম অ্যাভিনিউ-শ্যামবাজার স্ট্রিট, মিন্টো পার্ক-শরৎ বোস রোড ক্রসিং, এজেসি বো রোড-পিটিএস-এর কাছে ডি এল খান রোড, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের সামনে এপিসি রোড-অরবিন্দ রোড ক্রসিং, ইএম বাইপাস-বাগমারি রোড, বাইপাস-বেঙ্গল কেমিক্যাল ক্রসিং, ফুলবাগান ক্রসিং, জেমস লং সরণী-এন এন রায় রোড ক্রসিং, রুবি ক্রসিং ও বাইপাস-টেগর পার্ক।

এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক বলেন, 'যে সমস্ত ক্রসিংয়ে প্রচুর পথচারী থাকেন, তাঁদের বিষয়টা আমার প্রথমে সুনিশ্চিত করতে চাইছি।' তিনি আরও জানান, 'সিগনাল সবুজ হয়ে গেলে কারও যাতে অবস্থা বেহালার সৌরনীল সরকারের মতো না হয়, সেই বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে।'

ডিসি নর্থ জোন অফিসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ ডিসি নর্থ জোনের অফিসের উদ্বোধন হল বুধবার। ভাটপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের নিউকর্ড রোডের ওপর শ্যামনগর পাওয়ার হাউস মোড়ে এদিন এই অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া, ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে-সহ কমিশনারেটের অন্যান্য অধিকারিকরা। ডিসি নর্থ জোনের অফিস উদ্বোধন করে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, কমিশনারেটের প্রধান অফিস মানেই ডিসি অফিস। আগে ডিসি নর্থ

জোনের অফিস ব্যারাকপুরে ছিল। থানায় কোনও সমস্যা কিংবা অসুবিধা হলে ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া ও নৈহাটি থানা এলাকার মানুষজন এবার সরাসরি ডিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। পুলিশ কমিশনার জানান, এখানে কনফারেন্স রুমও আছে। রাস্তার ওপর অবস্থিত হওয়ায় মানুষের আসতে কোনও অসুবিধাও হবে না।

সম্পাদকীয়

বিভ্রান্তিকর প্রচার আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুপ থেকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না

দু'বার অনায়াসে ক্ষমতা দখল করা গেলেও এবার হয়তো 'পালে বাঘ পড়েছে।' সেই বাঘের নাম কি 'ইন্ডিয়া', বিরোধী জোট? মন্দির রাজনীতি, বিভাজনের অঙ্ক, মোদি ম্যাজিক;এসব বহু ব্যবহৃত তাস খেলে এবার বাজিমাত করা কঠিন বুঝতে পারছেন মোদি-অমিত শাহ থেকে আরএসএস-এর অনেকে। তাই সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া জোটের জন্মলগ্ন থেকেই প্রধানমন্ত্রীর আক্রমণের একমাত্র টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ইন্ডিয়া'। মরিয়া হয়ে সরাসরি নাম উল্লেখ না করেও সরকারি মঞ্চ থেকেও খাঁটি ভারতীয় রাজনৈতিক দলের জোটকে উদ্দেশ্য করে 'কুইট ইন্ডিয়া' স্লোগান দিচ্ছেন তিনি! পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দেশছাড়া করতে 'ভারত ছাড়ো' ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজি। এখন অভিযোগ উঠছে, সেই গান্ধীজির রক্তে রাঙানো হাতের প্রতিভূ একটি দলের সর্বাধিনায়ক এখন পরোক্ষে দেশের বিরোধী দলগুলিকে লক্ষ্য করে 'ভারত ছাড়ো'র হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন! এমন প্রলাপ শুনে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, ভয় পেয়েছে শাসকদল। গদিচ্যুত হওয়ার ভয়। পাটনা থেকে বেঙ্গালুরুর বৈঠক, সংসদের অধিবেশন থেকে দৈনন্দিন রাজনীতির চেনা মঞ্চে ২৬ দলের জোটের নেতা-নেত্রীদের এক ভাষা, এক সুরে কথা বলতে শুনে হয়তো তাদের মনে হচ্ছে, পদ্মপালে বাঘ ঢুকেছে। আসলে যে উন্নয়নের কথা বলে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে কেন্দ্রের শাসকদল, তার সরকারি তথ্য পরিসংখ্যানই উল্টো সুর গাইছে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের তথ্য বলছে, মোদি জমানায় ৫৬.৭ শতাংশ প্রকল্পের কাজই সময়ে শেষ হয়নি। এর ফলে ২২ শতাংশ প্রকল্পের খরচ বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। এর দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। যেমন কেন দেশে এত বেকার, পাঁচ বছরে ডাল টম্যাটোর দাম ৮০ শতাংশের বেশি বেড়েছে কেন, গ্রামাঞ্চলে বহু বাড়িতে নলবাহিত জল নেই কেন, কেন রেলে লক্ষাধিক পদ শূন্য;এমন জলজ্যান্ত সমস্যা নিয়ে সঙ্গত কারণেই বিরোধী জোটের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে মোদিকে। প্রচারে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার তৈরির কথা বললেও কেন তিন মাস ধরে ডাবল ইঞ্জিনের রাজ্য মণিপুর জ্বলছে, কেন হরিয়ানায় ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ বিজেপি সরকার;এর জবাবও 'দিল্লীশ্বরকেই' দিতে হবে। বিভ্রান্তিকর প্রচার আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুপ থেকে প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ভোটের প্রচারের স্বার্থে স্টেশন সজ্জায় এখন যতই মনোনিবেশ করা হোক না কেন, এসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কিন্তু সামনে আসবেই। আসলে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পকে ফোকাস করে ও 'ভারত ছাড়ো' স্লোগান তুলে লোকসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে চাইছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু বিরোধী জোটের নিঃশ্বাস ঘাড়ে এসে পড়ায় কাজটা ততটা সহজ হবে না।

জন্মদিন

আজকের দিন

দীপা কর্মকার

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কে সি পন্থের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হেমন্ত সোরেনের জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বনি সেনগুপ্তর জন্মদিন।*

রাজার আজ আর সিংহাসন নেই

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

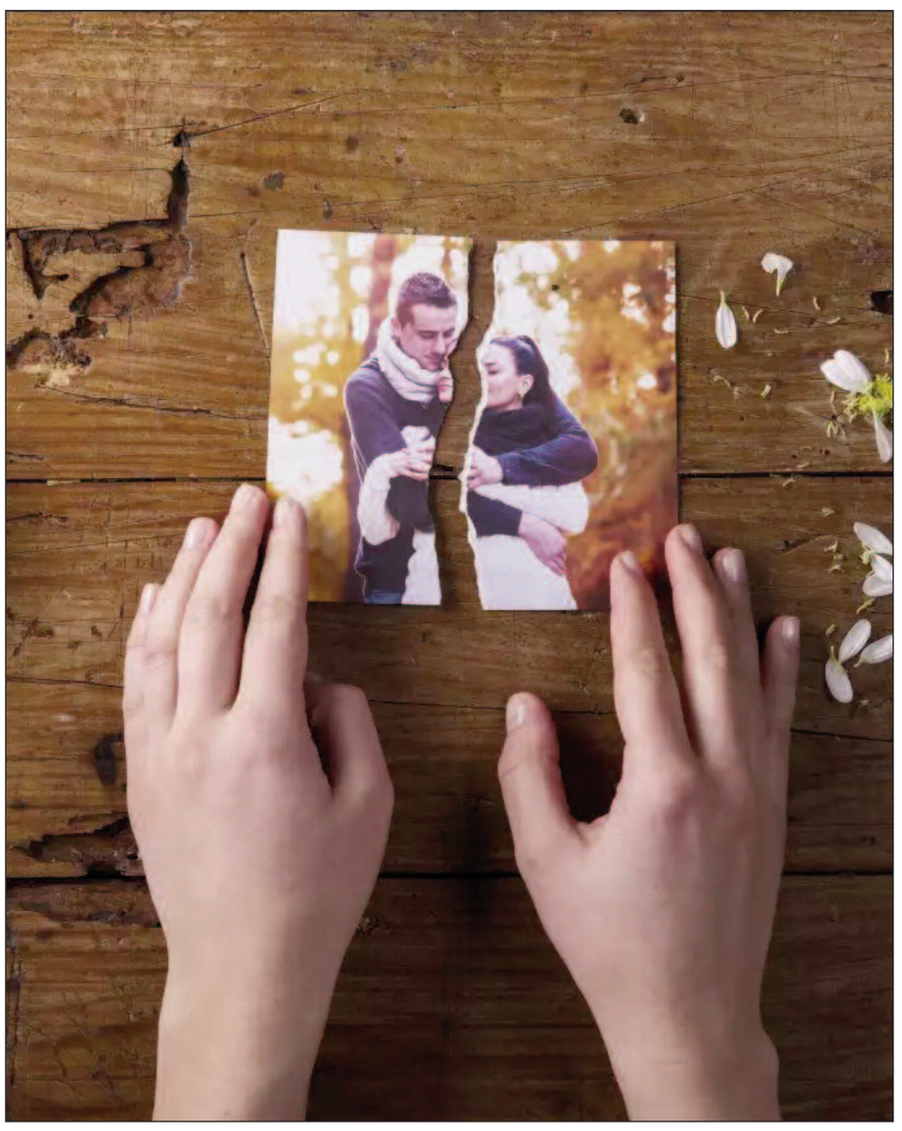

আসুন আমরা সমাজের কিছু চেনা কথা বলি। মানে মানুষের কথা। 'মানুষ'! — সেতো খুব বড় শব্দ। মস্ত বিষয়! তাই না? রক্ত মাংস ছাড়া 'মানুষ' বড়ো কনসেপ্ট। সুতরাং না না তা নিয়ে না কথা বলাই ভালো। সরি, অত বোধ আমার নেই। তবে চলুন অন্য জনারে। নারীতে। না না না ওখানে বিরাট চাপ বস। 'নারী চরিত্র দেবা না জনন্তি'। আমরা তো কোন ছার। সুতরাং আলোচনাও বিরাট ভুল হবে। সো নো গো টু দেয়ার। ওখানে যাওয়া চলবে না। মানি, নারী- ই আমাদের সব। সুতরাং...! আই মিন সাবজেক্ট ক্রিটিকাল বাট বিউটি। তবে নারী না থাকলে মোটেই চলে না। হ্যাঁ,সবদিক থেকেই। আমাদের চিন্তা কি — এ জন্যে তো একজন তসলিমা নাসরিন প্রেজেন্ট। উনিই না হয় সবটা বুঝিয়ে দিতে পারেন। ছবি একে। হ্যাঁ, উনি বলবেন আর আপনি দেখবেন। খুব রসালো। সুতরাং উনিই পর্যাপ্ত। উনিই যথেষ্ট। উনিই উপযুক্ত। তবে আসুন নারীর আভায় পুরুষপথে পায়চারি করি।

মনে হল, কানে এল যেন একটু সহজ করে বললে হয়তো আরোও ভালো হতো। চলুন তবে তাই হোক। না হয় একটু খোলাখুলিই বলি। কত বছর আগে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তি যদি সেই সৎ ছেলেটাকে খুঁজে বের করে বলতে পারে 'রাজা তোর কাপড় কোথায়'? তবে সোজা করে বলাটা অসম্ভব কি। ধরুন একজন ছেলে বড়ো হলো। কিভাবে পুরুষ হলো তা সেও জানে না। ধরুন লেখাপড়া মোটামুটি শেষ। এবার চাকরি জোটাতে বা বাগাতেই হবে। এবার বুঝলো কি কষ্ট। কত কষ্ট তত জেদ। তত খিদে। সুতরাং লড়াই চলছে। এরই মধ্যে কত কেউ জ্বলছে। অথচ কেউ বলছে না, কেউ বলছে। মানুষিক লড়াই। লড়াই অর্থের, লড়াই মনের, লড়াই জীবনের। ধরে নেওয়া যাক সবকিছু ঠিকঠাক হলো। যার হলো না তার নেই কিছু। যার হলো,তার বলার অনেক কিছু। তার চাপ বাড়লো। চাহিদার চাপ, প্রত্যাশার চাপ, মানুষিক চাপ। চাকরি ভালো হলে ঠিক হলো, নইলে গেলো। বেসামাল অবস্থা। নিজের কাছে নিজের চাপ, পরিবারের, পারিপার্শ্বিক চাপ যেন পিছু হটছে না। সেই জায়গা থেকে উত্তরণের পর অন্য কিছু ভাবা। মানে নিজে না পারলে পরিবার। মানে অনেক অনেক জটিলতায় কোনো বন্ধন খোঁজা।

'পুরুষ' শব্দটার মধ্যে যেন রয়েছে একটা শক্তির অহং। প্রকাশ্য নয়। তবে 'ছেলে' শব্দের মধ্যে তা থাকে না। বরং ওখানে থাকে একটা 'ছোটো'র গন্ধ। যা কালের নিয়মে 'পুরুষ' এ পরিণত হয়। আর সেখানেই গন্ডগোলের বিষয়। তবে তা এক বিরাট বিষয়। মানে দা এর উপর কুমড়ো রাখো বা কুমড়োর উপর দা কুমড়ো-ই কাটবে। হ্যাঁ পুরুষই কাটছে। মানে পুরুষই আঘাত প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। যুগে যুগে। অথচ দেখা যাচ্ছে না। রক্ত বের হলেও না। কিভাবে! প্রতিদিন ফালি ফালি হচ্ছে তা দেখা ও বোঝা খুব মুস্কিল। যেন মোটেই লাগছে না। না গায়ে,না মনে। না কোনো কিছুতেই তার লাগছে না। সরি, পুরুষের তো লাগতে নেই। পুরুষ চাষী। সে চাষ করতে এসেছে। সে আবাদ করতে এসেছে। সোনা ফলবে কিনা সে জানে না। তবু কি আমরন চেষ্টা তার। তার যন্তনা কষ্ট কেউ দেখতে পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না। না, তার কাছে কেউ নেই। না নিজের, না পরের। কেউ নেই। তার ভালোবাসার বা আপন কেউ নেই। এটা অনেক ক্ষেত্রে হয়,সব ক্ষেত্রে নয়। আর এত কিছুর পড়ে অনেকেই পারে না সামলাতে। তার কষ্টই হয় নষ্ট হতে। তবুও সে হয়। কেন হয়? না সে উত্তর জানা নেই। তবে এটা জানা আছে কিছু অভাব তো নিশ্চয় আছে। সুতরাং...!

আপনি ভাবছেন এ আর বড়ো কথা কি! এ আর নতুন কি! মানলাম। কিন্তু যে 'ছেলে' ছিল, সে আরও বড়ো হলো। মানে,'পুরুষ 'হলো। সুতরাং তার কাছে তো সবই নতুন। এমন সময় সে যদি গাইড না পায়—ভেবেছেন একবার! তার যদি নিজের হাতটাকে শক্ত করার কেউ না থাকে,কেউ এগিয়ে না আসে! কিম্বা এগিয়ে এসেও যদি ভুল পথে চালনা করে। বা তার এতটা জোর না থাকে। মানে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করার সামর্থ্য না থাকে। তবে? আপনি বলবেন — এটাই তো নিয়ম। তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে সে তো তার অভিজ্ঞতা থেকেই শিখবে — এতে আশ্চর্যের কি। মানলাম। তবুও 'কিন্তু'টা তো রয়েই গেল। আপনি হয়তো বলবেন পরিণতির প্রতি প্রবণতায় তো শিক্ষা। সুতরাং সে শিক্ষায় শিক্ষিত হতেই হবে। সামাজিক শিক্ষা পরিণত করে একটু একটু করে। আর ভালোমত বোঝা যায় আরও একটু পরে।

না, বিষয়টি জটিল করবো না। মনে হল, কানে এল যেন একটু সহজ করে বললে হয়তো আরোও ভালো হতো। চলুন তবে তাই হোক। না হয় একটু খোলাখুলিই বলি। কত বছর আগে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তি যদি সেই সৎ ছেলেটাকে খুঁজে বের করে বলতে পারে 'রাজা তোর কাপড় কোথায়'? তবে সোজা করে বলাটা অসম্ভব কি। ধরুন একজন ছেলে বড়ো হলো। কিভাবে পুরুষ হলো তা সেও জানে না। ধরুন লেখাপড়া মোটামুটি শেষ। এবার চাকরি জোটাতে বা বাগাতেই হবে। এবার বুঝলো কি কষ্ট। কত কষ্ট তত জেদ। তত খিদে। সুতরাং লড়াই চলছে। এরই মধ্যে কত কেউ জ্বলছে। অথচ কেউ বলছে না, কেউ বলছে। মানসিক লড়াই। লড়াই অর্থের, লড়াই মনের, লড়াই জীবনের। ধরে নেওয়া যাক সবকিছু ঠিকঠাক হলো। যার হলো না তার নেই কিছু। যার হলো,তার বলার অনেক কিছু। তার চাপ বাড়লো। চাহিদার চাপ, প্রত্যাশার চাপ, মানুষিক চাপ। চাকরি ভালো হলে ঠিক হলো, নইলে গেলো। বেসামাল অবস্থা। নিজের কাছে নিজের চাপ, পরিবারের, পারিপার্শ্বিক চাপ যেন পিছু হটছে না। সেই জায়গা থেকে উত্তরণের পর অন্য কিছু ভাবা। মানে নিজে না পারলে পরিবার। মানে অনেক অনেক জটিলতায় কোনো বন্ধন খোঁজা।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। বিবাহ। এবার কঠিন লড়াই। আপনি হয়তো ভাববেন এ আর নতুন কি। এটাই তো সিস্টেম। আমরা সচরাচর সবাই কমবেশি এই সিস্টেমে আছি। এখানেই পুরুষ উপস্থিত। আপনি জানেন না কত পুরুষ আমাদের সমাজে শুধু সম্মানের ভয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনি পারছেন না তার সমস্যা কাউকে বলতে। কি করে বলবেন! তিনি তো পুরুষ। তিনি পারছেন না তার বিবাহিত জীবনের সমস্যা সামলাতে। স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে। সব মিটলেও আর্থিক চাহিদা কিছুতেই মিটতে চায় না। কাকে বলবেন, কিভাবে বলবেন, কোথায় বলবেন,কোথায় মত প্রকাশ করবেন? কারণ তিনি তো পুরুষ। আপনি হয়তো জানেন না কত পুরুষ আছেন যারা বাধ্য হয়েছেন সবকিছু মেনে নিতে। জাস্ট ঝামেলার ভয়ে। কিম্বা আইন আদালত, কেস কামারির ,থানা পুলিশের ভয়ে। তিনি কেন ভয় পাচ্ছেন। কারন তার আরও পাঁচটা কাজ আছে। তার সমলোচনা করার সময় নেই। তাকে রুজি রুটির সন্ধানে থাকতে হয়। তিনি অন্ন সংস্থানের সন্ধানে অসীম খেটে চলেছেন। কি জন্যে? অবশ্যই সংসারে সকলের দু'মুঠো তুলে দেওয়ার জন্যে। হ্যাঁ, আমি এখানে স্বামী-স্ত্রীর কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছি। বিশ্বাস না হলে কোর্টে চলুন। দেখবেন সমস্ত কেসের মধ্যে বৈবাহিক সমস্যা সংক্রান্ত কেস কত। আপনি শিউরে যাবেন। খেতে পরতে দিচ্ছে না, মারধর করে, অন্য নারীতে আশক্তি, পয়সা দেয় না, মদ খায়, সেক্সচুয়াল হ্যারাস করে আরও কত কত বিষয়। আরো মারাত্বক অভিযোগগুলি আর বললাম না। কারণ, বলা যায় না বলেই বললাম না। এ অভিযোগগুলি বেশি করেন মহিলারাই, তবে আপনি হয়তো বলবেন এ রাইটার উকিল নাকি। না উকিল নয়। তবে কিছু ঘটনা অবশ্য অজানা নয়।

যেমন ধরুন আমি একজনকে একেবারে কাছ থেকে চিনি। সে আমার পরম বন্ধু। যার কোনো অসুবিধা নেই সেটাই অসুবিধা। বলবেন কোনোও অসুবিধা নেই আমি জানলাম কি করে? কারণ খুব বিশ্বাস করে আমাকে। খুব কাছের বন্ধু বলে আমায় সব গল্প করে। ওদের সুন্দর সংসার। গোছানো। বাড়ি আছে। তাও ফ্ল্যাট নিয়েছে। সরি, নিতে বাধ্য হয়েছে। সন্তান ছোট। যেদিন মাসিক মুদিখানার জিনিসপত্র কেনে সেদিন অন্য খরিদ্দারের খুব অসুবিধা হয়। মানে দীর্ঘ তালিকা। থামতেই চাই না। মাঝে অন্যকে দিলেও অসুবিধা মেটে না অন্যের। একই অবস্থা বেবিফুড, সবজি, মাছের দোকানেও। অনেকের প্রশ্ন এত কিসে লাগে। এ প্রশ্ন নিরীহ ওই বন্ধুরও। সে নিজে অনেক কিছু পচিয়ে ফেলতে দেখেছে। এক আধবার বাধাও দিয়েছে। বাট কিচ্ছু লাভ হয়নি। কারণ এক কথায় বউ বিরাট দজ্জাল। স্বামী লোক মান সম্মান সমাজ কিছু মানে না। মানে, শুধু নিজের মা বোনকে। তাও চড়াও হয় প্রায়শই। তবে ওদের আর্থিক অবস্থা বন্ধুর থেকে দশগুণ খারাপ হলেও দেমাক দেখে কে। পাড়ার লোকেই খবর দিয়েছে ওর এক শালা মালপত্র নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ে নিয়মিত। প্রথমে বিশ্বাস করে নি। পরে অবাক হয়েছে সে না থাকলে কেনই তার আনাগোনা। নিজের বাড়ি থাকতেও কেন ফ্ল্যাট -এ থাকে তা বুঝে নেওয়া কষ্টকর নয়। যদিও ওর স্ত্রী কিছুদিন সংসার করার পড়ে যত রকম নারী নির্যাতনের কেস দেওয়া যায় তা দিয়েছে। না ওকে শুধু নয়, ওর পরিবারও দিয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর চলার পর এই গোবেচারার কোনো মুভ না দেখে বা অন্য কারণে সে কেস তুলে নেই। সুতরাং আবার সংসার। তবে হাল ওই একই অবস্থা। কতবার থানা, কতবার ওর কর্মক্ষেত্রে পাড়ি দিয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। যার মূল অভিযোগ খাওয়া পড়া না দেওয়া। আর এবার বাচ্চাটা হয়েছে প্লাস পয়েন্ট। চলে চরম অত্যাচার,মারধর অকথ্য গালিগালাজ। উদ্দেশ্য যে কোনো উপায়ে টাকা হাতানো। হ্যাঁ, মানে চলে — বাচ্ছা নিয়ে ব্ল্যাকমেল। নির্মম অত্যাচার, খেতে না দেওয়া, স্কুলে না পাঠানো, বাপের বাড়িতে দীর্ঘ কাল কাটানো ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো কৃতিম সমস্যা তৈরি করা। মাঝে অসুখ অসুখ করে পাগল করে দেয়। বেচারা তাকে সুস্থ করার জন্য বহু টাকা খরচ করে। বাট কোনো লাভ হয় নি। কারণ ডাক্তার কোনো রোগের কারণ খুঁজে পায় না। তবুও ওর রোগ নাকি চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। সুতরাং হেনা তেনা টেস্ট এ ওর স্ত্রী মেতে আছে। সুতরাং নো কাজ। সম্পূর্ণ বন্ধ। কিছু করবে না। সব তুমি করো। বেচারা বাসন মাঝ,ঘরমোছা, বাজার, কাচাকাচি, রান্নাবান্না সব একা সামলে আবার বাইরে অফিস। আর বউ খায় হোম ডেলিভারিতে। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম তুই এতো মেনে নিচ্ছিস কেনো? উত্তরে জানলাম শান্তির জন্যে।

এবার প্রশ্নটা হলো ও কি শান্তি পেয়েছে? না,এত করেও পাইনি। ও হয়তো সাময়িক শান্তি পেত নেশা করলে। অফার প্রচুর পেয়েছে। তবু পারেনি। মানে কোনো নেশায় ওকে ছুঁতে পারেনি। একটা ভালো চাকরি করেও ও পারেনি সামলাতে নিজের পরিবারকে। আমাদের দেশে এরকম ঘরে ঘরে আছে। যার বেশিটাই বলছে না। ভুল বললাম পুরুষ বলছে না। ভুল বললাম পুরুষ কাঁদছে না। তার চোখের জল চোখেই শুকিয়ে যাচ্ছে। নীরেনবাবু আজ আর নেই। তার কবিতার বই আছে। রাজা আছে। রাজা না হয় ধরলাম পুরুষ। অদ্ভুত ব্যাপার। রাজা হয়েছে কিন্তু সিংহাসনে বসার অধিকার নেই। তবে সে কি সম্পূর্ণ উলঙ্গ? এ যুগের নীরেন চক্রবর্তীর কবিতার সেই ছেলেটা হয়তো বড়ো হয়েছে। ভয় হয় সে এ বার না জিজ্ঞাসা না করে বসে — পুরুষ তোর কাপড় কোথায়?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দাবিপূরণ না হওয়া সত্ত্বেও শাসকদলে যোগ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী একমাত্র নির্দল প্রার্থীর

গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রতারণার দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামের মানুষের একমাত্র দাবি ছিল গ্রাম সংলগ্ন সেতু নির্মাণ। সেই সেতু তৈরির ব্যাপারে অতীতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি কোনও রাজনৈতিক দল। এমনই অভিযোগ তুলে সব রাজনৈতিক দলকে শিক্ষা দিতে নিজেরাই নির্দল প্রার্থী নির্বাচিত করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁকে জিতিয়ে এনেছিলেন গ্রামের মানুষজন। কিন্তু ভোট মিটতেই সেই নির্দল প্রার্থী ভিড়লেন শাসক দলে। তৃণমূলের দাবি, উন্নয়নের জোয়ারে সামিল হতেই এই যোগদান। বিজেপির দাবি, এলাকার ভোটারদের সঙেগ প্রতারণা করেছেন উনি।

বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের ধবন গ্রাম পঞ্চায়েতের জামথোল গ্রাম। গ্রামে একশো শতাংশ আদিবাসী মানুষের বসবাস। গ্রামে যাওয়ার একমাত্র রাস্তায় পড়ে একটি ছোট নদী। বহুকাল আগে সেই নদীর ওপর কজওয়ে তৈরি হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা বেহাল। বারেবারে গ্রামের মানুষ ওই নদীর ওপর সেতু নির্মাণের আবেদন নিয়ে প্রশাসন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন। কিন্তু সেতুর হাল বদলায়নি বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে গত বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করেও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি। এবার তাই সব রাজনৈতিক দলকে শিক্ষা দিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই আলোচনা করে স্থানীয় শিক্ষক অভিজিৎ মুর্মুকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন করান। নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করে গ্রামের তরফে কেউ অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী না হওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন ওই নির্দল প্রার্থী।

কিন্তু ভোট মিটতেই অন্য ছবি। গতকাল বাঁকুড়ার তৃণমূল ভবনে নির্দল হিসাবে জয়ী সেই প্রার্থী যোগ দিলেন তৃণমূলে। যোগদানের কারণ হিসাবে অভিজিৎ মুর্মুর বক্তব্য, আগামী পাঁচ বছর এলাকার উন্নয়নের ক্ষমতা থাকবে শাসকদলের হাতেই। তাই শাসকদলের সঙ্গে থাকলেই তাঁদের দাবি পূরণ হবে, এটা বুঝতে পেরেই গ্রামের মানুষের মতামত নিয়ে তিনি শাসকদলে যোগ দিচ্ছেন। একই বক্তব্য শাসকদলের নেতৃত্বদের মুখেও। যদিও বিরোধীদের দাবি, গ্রামের মানুষের শাসক-বিরোধী আন্দোলনের মুখ হিসাবেই অভিজিৎ মুর্মুকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী করেছিলেন গ্রামের মানুষ। আজ তিনি শাসকদলে যোগ দেওয়ায় তা গ্রামের মানুষের সঙ্গে প্রতারণারই সামিল।

জোর করে বোর্ড গঠনের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: ত্রিশঙ্কু কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বোর্ড গঠনের অভিযোগ। শপথ গ্রহণ থেকে বেরিয়ে বিক্ষোভে বসে পড়ল বিজেপি।

কোন্নগরের কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০টি আসন। তৃণমূল পায় ১৪টি, বিজেপি পায় ৮টি, সিপিএম পায় পাঁচটি ও নির্দল জেতে ৩টি আসন। ৩০টি আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ১৬ টি আসন প্রয়োজন ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও তৃণমূল জোর করে বোর্ড গঠন করেছে অভিযোগ তুলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে বিজেপি নৈহাটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পালটা তৃণমূল কর্মীরাও বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেন। উত্তেজনা ছড়ালে উত্তরপাড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দেয়। বুধবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সিপিএম ও নির্দল সদস্যরা হাজির হননি। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আচ্ছালাল যাদব, হুগলি জেলাপরিষদের সদস্য দীপ্তি ভট্টাচার্য। চাঁপদানি বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুইন সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে বিজেপির দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস অবৈধ উপায়ে কানাইপুর পঞ্চায়েত বোর্ড দখল করেছে। এটা পুরোপুরি বেআইনি, এটা হতে পারে না।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
SBI | **ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি : sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.০৮.২০২৩
সময় : ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৮.২০২৩ সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৯.০৮.২০২৩ তারিখে** সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]

সংশ্লিষ্ট **১,৭০,৬৪,০৯৮.৯৫ টাকা ৩১.০৭.২০১৮** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক বকেয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **মেসার্স নিউ কে. সি. দাস ডায়মন্ড অ্যান্ড জুয়েলার্স, স্বত্বাধিকারী : শ্রী গণেশ দাস এবং জামিনদাতা : মেসার্স কে সি দাস শপিং প্রা. লি., শ্রী বাসুদেব দাস, শ্রী সুমন দাস, শ্রী বাপী দাস, শ্রী দেবাশিস দাস** এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :

সম্পত্তি নং ১ : ৫২.৩৯ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৫,২৪,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১, ০০, ০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দখলদারি সমন্বিত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা অধীন, থানা-চুঁচুড়া, জেলা -হুগলি, মৌজা- চুঁচুড়া,খতিয়ান নং ১২০০৫, ১২০০৬, ১২০০৭, দাগ নং ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০ এবং মোট পরিমাণ এরিয়া ২৯.৮০ ডেসিমেল ভিটা জমি মোট ৬৪.৫০ ডেসিমেল জমি থেকে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত এবং নথিভুক্ত দলিল বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ৩৩৫২থেকে ৩৩৭১, দলিল নং আই- ৪৯-২০০৯ সালের, শ্রী সুমন দাস, শ্রী বাসুদেব দাস,এবং শ্রী বাপী দাসের নামে সমুদয় সম্পত্তি।
(মূল স্বত্ব দলিল নং আই- ৪৯ -২০০৯ সালের বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুযায়ী ক্রেতাকে প্রদান করা হবে)।

সম্পত্তির স্বত্ব কার্যকরভাবে দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]

সংশ্লিষ্ট **২,৪৩,৭০,৮২৫.০২ টাকা ২৮.০৫.২০১৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স সাউথ বেঙ্গল অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস, অংশীদারগণ** - শেখ নূর মহম্মদ, সামিম মুমতাজ, সুমন সামন্ত, শ্রীমতি শিবানি রানা, শেখ শামসুদ্দিন, **জামিনদাতা** - রেমিনা ইয়াসমিন, শেখ মানোয়ার আলি-কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :

সম্পত্তি নং ১ : ৬১.০৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৬,১০,৪০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)

সম্পত্তি নং ১: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ফ্যাক্টরি পরিমাপ ৮৬ ডেসিমেল, মৌজা- পলাসন, জেএল নং ৭১, এলআর খতিয়ান নং ১৪২৭, প্লট নং ২২৬৩/৩০৮৭, ২২৭০, ২২৬৭/৫৪২২, দলিল নং আই- ১৩১-২০০৭ সালের, গ্রাম-ডলোকাপরা, পো-পলাসন, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, ঠিকানায় মেসার্স সাউথ বেঙ্গল অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।

সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]

সংশ্লিষ্ট **৩,৫০,১৩,৯১৯.০০ টাকা ২৩.০৪.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স সিদ্দেশ্বরী ফুড প্রোডাক্টস, অংশীদার** - শ্রী শ্যামল দাস, শ্রী অমলেন্দু দাস এবং **জামিনদাতা** - শ্রীমতি সোমা দাস, শ্রী স্বরাজ সামন্ত-কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :

সম্পত্তি নং ১ এবং ২ : ৬৬.৮৬ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৬,৬৯,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ৩) ১৪.৫৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ১,৪৫,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)

সম্পত্তি নং ১: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রাইস মিলের জমি পরিমাণ ৬৫.০০ ডেসিমেল, মৌজা- শাঁকতিয়া, জেএল নং ৯০, খতিয়ান নং ৮৬৪, ৭০০ এবং ৭০১, এলআর প্লট নং ৬৪৭, শ্রেণি-রাইস মিল, শ্রী শ্যামল দাস এবং শ্রী অমলেন্দু দাস এর নামে সংশ্লিষ্ট জমি, অংশীদার সিদ্দেশ্বরী ফুড প্রোডাক্ট, উল্লেখ্য দলিল নং : আই-৩৩৩৩ তাং ১৩.১২.২০০৫ নির্মাণ সহ সিদ্দেশ্বরী ফুট প্রোডাক্ট (রাইস মিল), গ্রাম-শাঁকতিয়া (উত্তরপাড়া), পো-শাঁকতিয়া, থানা- রায়না, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৮, প.ব. চৌহদ্দি নিম্নমতে : পূর্বে-বিমলকুমার গুপ্তর জমি, পশ্চিমে-অজিত কুমার সামন্তর জমি, উত্তরে- অনুপ কুমার সামন্তর জমি,দক্ষিণে- হারু মল্লিকের জমি সমন্বিত।
সম্পত্তি নং ২: প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংস্থাপিত সিদ্দেশ্বরী ফুড প্রোডাক্ট, গ্রাম- শাঁকতিয়া (উত্তরপাড়া), পো-শাঁকতিয়া, থানা-রায়না, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৮, প.ব.
সম্পত্তি নং ৩: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১৯.০০ ডেসিমেল, মৌজা- রাইনগর, জেএল নং : ১১৮, এলআর খতিয়ান নং : ১৪০০, এল আর প্লট নং ১২০৯/২২৭৬, শ্রেণি-দোকান, দলিল নং : আই-৪৪৯৫ তাং. ১৬.১১.২০০৯ অনুযায়ী জমি শ্রী স্বরাজ সামন্ত, পিতা সমীর সামন্ত (বর্তমানে শ্রী শ্যামল দাসের নামে), গ্রাম- বিশ্বেশ্বরবতী, পো- শাঁকতিয়া, থানা- রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৮, প.ব.

সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ : ১০.০৮.২০২৩
স্থান : বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর), ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

অ্যাডরেট রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U52100WB2015PTC208790) রেজিস্টার্ড অফিস আগরপাড়া জুট মিল গেট ১৮, গোডাউন ৪বি, ৮৮-এফ, বি. টি. রোড, কামারহাটি, কলকাতা - ৭০০০৫৮ সম্পর্কিত।

এতদ্দ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''কর্ণাটক রাজ্যে'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের (১৪) চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

অ্যাডরেট রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
আমিভি শর্মা
ডিরেক্টর
ডিন-০৩২৮২০৬৪

তারিখ : ১০.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ১)
১০ম তল, ''জীবন সুধা বিল্ডিং''
৪২-সি, জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/11/2023, 07.08.2023
কানাড়া ব্যাঙ্ক
বনাম
সুব্রত মন্ডল

প্রতি
(সিডি ১) সুব্রত মন্ডল, এবি ২৪১, সল্টলেক সিটি, সল্টলেক, সেক্টর ১, কলকাতা - ৭০০ ০৭২
(সিডি ২) গণেশ চন্দ্র দাস, সিবি ৬৩, সল্টলেক সিটি, সল্টলেক, সেক্টর ১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০৭২

এতদ্দারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ১) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/102/2006** অনুযায়ী পরিমাণ **২৪,৮১,৩৬৩.৬০** (চব্বিশ লাখ একাশি হাজার তিনশ তেষট্টি টাকা এবং ষাট পয়সা) টাকা পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ২৪.০০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২১.১১.২০০৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **২৭,০০০ টাকা** (সাতাশ হাজার টাকা) টাকা আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২৯.০৯.২০২৩** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৭.০৮.২০২৩

স্বা/-রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ১
কলকাতা

সিজবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(CIN: U65191WB1994PLC065401)
রেজিস্টার্ড অফিস : কেসিআই প্লাজা, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
ফোন : ২৪৫৪ ৩০৬৩/৩০৬৪/৩০৬৫, ই-মেল : co@kirtivardhan.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি রিমোট ই-ভোটিং বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত মতে রুলসের রুল ২০ সংস্থান অধীনে কোম্পানির ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ শ্রীপতি সিংঘানিয়া হল,রোটারি সদন, ৯৪/২, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ঠিকানায় এজিএমের নোটিসে দেওয়া নিম্নোক্ত সাধারণ কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য, যে নোটিস এজিএম আহ্বানের জন্য যোগ্য সদস্যদের কাছে প্রচারিত হয়েছে:-

১) ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল গ্রহণ
২) ডিরেক্টর(বর্গ) নিয়োগ

প্রযোজ্য আইন অনুসারে এজিএম-এর নোটিস ও ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের জন্য বার্ষিক রিপোর্ট কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যোগ্য সদস্যদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কোম্পানি/ডিপজিটরিদের কাছে রেজিস্টার্ড তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেসে। উক্ত নোটিস পাওয়া যাবে এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট http://www.evoting. nsdl.com-তে EVEN 124639 অধীনে। নোটিস এবং বার্ষিক রিপোর্টের হার্ড কপিও পাওয়া যাবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে। ফিজিক্যাল অফিস থেকে এজিএম-এর নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট পেতে পারেন।

এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত এই ব্যবসাটি দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং এজিএমে ভোটদান উভয়ের সংমিশ্রণে লেনদেন করা হবে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি পুরো ভোটপ্রক্রিয়ার জন্য শ্রী অমিত চোরারিয়া, প্র্যাকটিসিং চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট -কে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত শেয়ারধারী সদস্যরা এজিএমে যোগ দেওয়ার এবং এজিএমে রিমোট ই-ভোটিং বা ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। ফিজিক্যাল আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা এবং/বা যে-ব্যক্তি সভার নোটিস প্রেরণের পরে সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখমতো শেয়ার ধারণ করেন, তাঁরা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন এনএসডিএল-কে তার ই-মেল আইডি **evoting@nsdl.co.in** -তে বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-কে ই-মেল আইডি **mcssta@rediffmail.com** -তে অনুরোধ জানিয়ে।

রিমোট ই-ভোটিং ফেসিলিটি শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) এবং শেষ হবে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫.০০টায় (আইএসটি)। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনও সদস্য একবার প্রস্তাবের উপর ভোট দিলে তা পরিবর্তন করা যাবে না।

এজিএমে ভোটদানের সুবিধা উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএমে উপস্থিত থাকতে এবং অংশ নিতে পারেন তবে তারা আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত যে-কোনও জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন কোম্পানি/রেজিস্ট্রারের সঙ্গে অথবা এনএসডিএলের ওয়েবসাইট **http://evoting.msdl.com**-তে উপলব্ধ Help and FAQ's section দেখুন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০-১০২০-৯৯০ / ১৮০০-২২৪-৪৩০ -এ যোগাযোগ করুন বা ই-মেল করুন **evoting@nsdl.co.in**-তে।

সিজবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
এন. কে. শেঠিয়া
ডিরেক্টর
DIN : 00003775

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ৭ অগস্ট, ২০২৩

ইংডিয়ন বৈংক | Indian Bank | ইলাহাবাদ | ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A"
[দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২০.০৯.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স হিন্দুস্থান বোর্ড মিল** **শাখা : পিপুলপাতি** **তারিখ : ২০.০৯.২০২৩** **সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ফ্যাক্টরি শেড পরিমাণ ৬ কাঠা ৩ ছটাক/১০ শতক কমবেশি মৌজা- দিঙ্গলহাট, জেএল নং ৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৩, হাল খতিয়ান নং ৫৩২, আরএস দাগ নং এবং এলআর দাগন ৫০০, আদিসপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- মগরা, জেলা -হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১ হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৪০৪-২০১০ তারিখ ২০.১০.২০১১ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ১৫২৫ থেকে ১৫৩৬ এবং দলিল নং ৪৮৫৪ -২০০৬ সালের তারিখ ০৭.১২.২০০৬ এডিএসআর চুঁচুড়া, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৮৯৭৮ থেকে ৯০০২ অনুযায়ী শ্রী বিনোদ কুমার শাউ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৬ ফুট চলার পথ, **দক্ষিণে :** চলার পথ, **পূর্বে :** ফ্যাক্টরিতে প্রবেশের পথ, **পশ্চিমে :** জিতু পাশওয়ানের সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ৯৪,১৪,০০০ টাকা ঘ) ৯,৪১,৪০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50108848833 ছ) ১২৮০২৩৮৬.০০ টাকা
২.	**মেসার্স এস জি সেফটি ক্রিয়েশন** **শাখা : চন্দননগর** **তারিখ : ২০.০৯.২০২৩** **সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭১৬ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ) নং ৩, উত্তর মুখী ৫ম তলে, লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত দাগ নং ৪১০, খতিয়ান নং ৪৫০১, মৌজা- বালি,জেএল নং ১৪, থানা- বালি, জেলা - হাওড়া, পব দুর্গাপুর অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত ২ অধীন রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৬- ২০১৮ সালের তারিখ ২৪.০৯.২০১৮ বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৪৪২৮৫ থেকে ২৪৪৩১৬, অনুযায়ী শ্রী শম্ভুনাথ দাশগুপ্তর নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) না গ) ১২,৫৮,০০০ টাকা ঘ) ১,২৫,৮০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50466890658A ছ) ১২৮০২৩৮৬.০০ টাকা
		সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৫৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ) নং ২ দক্ষিণ মুখী ৫ম তলে লোকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত দাগ নং সম্পত্তি ১০ খতিয়ান নং ৪৫০১ মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া,পব, দুর্গাপুর অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত ২ অধীন রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া উল্লেখ্য দলিল নং ৭৫৪৫ -২০১৮ সালের তারিখ ২৪.০৯.২০১৮ বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৪৪২৫৩ থেকে ২৪৪২৮৪, অনুযায়ী শ্রী শম্ভুনাথ দাশগুপ্তর নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) না গ) ১২,৬৭,০০০ টাকা ঘ) ১,২৬,৭০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50466890658B ছ) ১২৮০২৩৮৬.০০ টাকা
৩.	**শ্রী অভিজিৎ দাস** **শাখা : ব্যান্ডেল বাজার** **তারিখ : ২০.০৯.২০২৩** **সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দ্বিতল ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা- আমোদঘাটি, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩১৬২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৯৩, মগরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম - বাগাতি, থানা- মগরা, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১ হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০১-১০৫১৪/২০১৭ তারিখ ০২.১১.২০১৭ বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬০১, পৃষ্ঠা ১৪৮৮৭৮ থেকে ১৪৮৮৯১ অনুযায়ী শ্রী অভিজিৎ দাসের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ৫৯৪ সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, **পূর্বে :** অন্যান্যের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ৫৯৩ সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) না গ) ২৭,১৪,০০০ টাকা ঘ) ২,৭১,৪০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50458509990 ছ) ২৭৪৪০৭৪.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০৬১৩১'' যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১০.০৮.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India | भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | आन्ध्रा Andhra | কার্পোরেশন Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি - ২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **''যেখানে যা আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে আগামী **২৪.০৮.২০২৩** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৪.০৮.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৩.০৬.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৭.০৬.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৬.০৬.২০২৩	মোট বকেয়া ১৬.০৫.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস** **শাখা-সাগরদিঘী** **সম্পত্তি-** ১. মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি	১. ১১,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৫০০.০০ টাকা	২৫,৯৩,৬৮৪.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত চুরাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
	২. মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট- বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬ **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার: ৮২৯২৬৬২২৬১**	১. ৪,২০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,২০,০০.০০ টাকা		
২.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া ইএবি** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫. চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ৮১৭০৯০৩৮০০**	১. ৬,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ৬৯,৩০০.০০ টাকা	১৪,০৫,৩৯৪.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত চুরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে,** জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপটুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১৪,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪০,৪০০.০০ টাকা	১৩,৪৬,১০৪.০০ টাকা (তেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশত চার টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা-ইলিয়াস সেখ** **শাখা- কালীচর** **সম্পত্তি** - জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং একতলা ভবন, যা থাঙ্গাপাড়া মৌজায় অবস্থিত জেএল নং- ৭০, এল.আর. প্লট নং-১৪৯৭, এলআর খ নং-১০২০/১, ঝিলু-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা মঙ্গলকোট। **জনাব ইলিয়াস সেখের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- শ্রী মাজাল সেখ এর থ্যাচ শেড, দক্ষিণ- মালিকের খোলা জমি, পূর্ব- মালিকের খোলা জমি, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিক্রান্ত কুমার- ৮০৯৭৯৪৪৯০৯**	১. ৫,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ৫৬,৩০০.০০ টাকা	৮,৭১,১২৬.০০ টাকা (আট লক্ষ একাত্তর হাজার একশত ছাব্বিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা- রয়্যাল ইনফোটেক** **শাখা- বাঁকুড়া** **সম্পত্তি-** জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ওয়ার্ড নং ১১ এ অবস্থিত, হোল্ডিং নং- ২৫১/১০/এস/৩, এলআর প্লট নং- ৯০(এস) ৭২২(এইচ), এলআর খতিয়ান নং ৩১৪০ এবং ৩১৩৫, জেএল নং- ২২৮, মৌজা- খ দসোল, জেলা- বাঁকুড়া,পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১০১ শ্রী মনোজ ভৌমিক এবং শ্রী স্বপন কুমার ভুঁইয়ার নামে, পরিমাপ ১১৫০ বর্গফুট এবং পরিবেষ্টিত: উত্তরে কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- শ্রী গৌতমের বটব্যাল এর বাড়ি, পূর্ব- ১২ ফুট ০ ইঞ্চি প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম- শ্রী এস. রাউথের খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- অরিজিৎ মুখার্জি- ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ২৭,১৮,০০০.০০ টাকা ২. ২,৭১,৮০০.০০ টাকা	২২,৯৪,২০০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতা- সান্তা বায়েন ও সঞ্চিতা বায়েন** **শাখা-বহরমপুর (৫৪৮২০)** **সম্পত্তি** - নীল দিগন্ত নামক জি+৫ তলা ভবনের ৪ চতুর্থ তলায় ফ্ল্যাট নং ৩০৩ বিশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ৪৯৩ বর্গফুট কার্পেট এলাকা এবং ৭৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া বিয়ারিং বিক্রয় দলিল নং ১৯৯০৬/১৭ তারিখ ১৯.০৮.২০১৭ জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা-বহরমপুর টাউন, মৌজা- বিষ্ণুপুর, বহরমপুর পৌরসভার অধীন হোল্ডিং নং ১৭০, বিষ্ণুপুর রোড খ নং এলআর ৬১৪,৬১৫, জেএল৩১৫ নং. নং ১৬, প্লট নং আরএস ও এলআর ১৪০. সান্তা বায়েন এবং সঞ্চিতা বায়েনের নামে, **পরিবেষ্টিত-** (অ্যাপার্টমেন্ট) উত্তর- অমল কুমার সেনের বাড়ি; দক্ষিণ- রমেশ চন্দ্র দাসের বাড়ি, পূর্ব- উপনন্দ দাসের বাড়ি; পশ্চিম- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা। ফ্ল্যাট- উত্তর- খোলা আকাশ; দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- প্যাসেজ এবং লিফ্ট এবং সিঁড়ি, পশ্চিম- খোলা আকাশ দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- অমিত কুমার- ৮৬০০০৪৬৮৮৪**	১. ১৬,১৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬১,৫০০.০০ টাকা	৫,৫৮,৫৫৫.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশ পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার** **শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি** - জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন।** পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০" প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২২,১০,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,০০০.০০ টাকা	২৮,৩৬,৪৫৯.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশত ঊনষাট টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতা-শ্রীরাম অয়েল মিল** **শাখা- বর্ধমান প্রধান** **সম্পত্তি** - ০.০২ একর জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, বোনাপাসে অবস্থিত, প্লট নং আরএস ৫১৯৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩১৫৫, আরএস খতিয়ান নং- ২২৮, জেএল নং- ২১, মৌজা বোনাপাস, থানা- ভাতার, পোস্ট- বোনাপাস, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১২৫, শ্রী জয়দেব মিস্ত্রী পিতা- প্রয়াত কিরীটী মোহন মিস্ত্রীর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- সুভাষ দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- ডোবা, পশ্চিম- ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: মুন্না রাজা: ৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ৫,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫৩,৬০০.০০ টাকা	৯,৬৪,০২৯.০০ টাকা (নয় লক্ষ চৌষট্টি হাজার ঊনত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় হবে **২৩.০৮.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।
এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিন/১৫ দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৩, স্থান: দুর্গাপুর — **অনুমোদিত অফিসার, আঞ্চলিক দপ্তর**

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: পলাশডিহা পাঁচগাছিয়া রোড, পোঃ- কন্যাপুর
আসানসোল - ৭১৩৩৪১ জেলা- বর্ধমান, পঃবঃ, ফোন : ০৩৩-৪০০৩০২১২
ই-মেল- cs@burnpurcement.com, ওয়েবসাইট- www.burnpurcement.com
CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৪৯৭১.৬৭	৪৬৯৬.৬৭	৩১২৯.৪৫	১৪৬২২.০৯
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-১,৮৩২.০১	-১,২১৭.২৮	-১,৭৭৬.৯৪	-৭,০৬৪.৮৫
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৮৩২.০১	-১,১৭৮.৪৩	-১,৭৭৬.৯৪	-৭,০২৬.৯৫
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৮৩৪.৮৫	-১,১৮৯.২১	-১,৭৯২.১২	-৭,০৮৩.৪৩
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	-১,৮৩৪.৮৫	-১,১৮৯.২১	-১,৭৯২.১২	-৭,০৮৩.৪৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (আইএনআর ১০/- টাকা প্রতিটি)	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্মুল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	-৪৪,৩৬১.৩২
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) (টাকায়)				
মৌলিক :	-২.১৩	-১.৩৮	-২.০৮	-৮.২২
মিশ্রিত :	-২.১৩	-১.৩৮	-২.০৮	-৮.২২

দ্রষ্টব্য

১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখের সভায় অনুমোদিত।

২. চলতি সময়কালের শ্রেণিভুক্তিকরণকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বিগত সময়কালের রাশিসমূহ পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। বিএসই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -এ আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06526392

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৯ অগস্ট, ২০২৩

Manaksia Steels Limited

5 STAR SUPER COLOUR | STEELS | AN ISO 9001 : 2015 COMPANY | 5 STAR SUPER SHAKTI

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬ লায়নস রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২১,৮২২.৫৪	৭৪,২৩৭.৫৬	১৯,৪৩৭.৩৩
মোট রাজস্ব	২২,১৫৬.২৯	৭৪,৯৬৪.২৫	১৯,৪৪৪.০২
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,৬৭৮.১০	৩,১৩১.৮৮	৪৫৩.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১,৪০৯.১৩	১,৭১০.৮০	১৪৭.৩৪
ব্যতিক্রমী দফা	৬০.৭৪	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৩৪৮.৩৯	১,৭১০.৮০	১৪৭.৩৪
কর ব্যয়	৩৩৩.৪৬	৪৯২.২৬	৮১.৫৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,০১৪.৯৩	১,২১৮.৫৪	৬৫.৭৫
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	২,০৭৬.৬২	২,৪৩৫.০৮	২৪৫.৭৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	২৮,৩৮৪.৭৩	-
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	১.৫৫	১.৮৬	০.১০
(খ) মিশ্রিত (₹)	১.৫৫	১.৮৬	০.১০

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২০,৫৫০.৫৫	৬৪,১৪৮.১০	১৬,৮৩৯.৮৫
মোট রাজস্ব	২০,৮৮৩.৬৯	৬৪,৮৭০.৮৮	১৬,৮৪৫.৬০
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,৫২২.২০	২,৪২৯.৩৬	৩০৬.৮৩
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	১,৩৩৪.২৫	১,৬৪৪.৬২	১৫৮.১৯
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	১,০২০.৩৯	১,২৬৪.৮৪	১০৩.০২

দ্রষ্টব্য:

(ক) ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৮ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং ফলাফলগুলি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

(খ) মানাকসিয়া স্টিল লিমিটেডের অন্তর্গত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পূরক, টেকনোমেট ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং এর স্টেপ-ডাউন সম্পূরকসমূহ, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেড এবং স্টেপ-ডাউন সহযোগী মেটচেম রিসোর্সেস জাম্বিয়া লিমিটেড।

(গ) ২০২৩ সালের জুনে, নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ('সিবিএন') সেগমেন্টেশন বিলুপ্ত করে নাইজেরিয়ার বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কার্যক্রমে পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়, সমস্ত বিভাগ এখন বিনিয়োগকারী এবং রফতানিকারক ('এল অ্যান্ড ই') উইন্ডোতে ভেঙে পড়েছে এবং এল অ্যান্ড ই উইন্ডোতে 'ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা' মডেলটি পুনরায় প্রবর্তন করেছে। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন হয়েছে। ফলস্বরূপ, ৩০ জুন ২০২৩ এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য, সংস্থাটি নাইজেরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে ৬০.৭৪ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ক্ষতি করেছে। অবমূল্যায়নের পরিমাণ বিবেচনা করে, উক্ত এক্সচেঞ্জ লসটি কোম্পানির সমন্বিত আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী আইটেম হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উপরন্তু, নাইজেরীয় মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের কারণে, সংস্থাটি কোম্পানির প্রেজেন্টেশন কারেন্সিতে (আইএনআর) বৈদেশিক ক্রিয়াকলাপের অনুবাদ সম্পর্কিত ৯৮৭.৫৯ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অনুবাদ ক্ষতির স্বীকৃতি দিয়েছে, যা অন্যান্য বিস্তৃত আয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সমূহের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -এ পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদে পক্ষে ও জন্য
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ অগস্ট, ২০২৩

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

CIN : L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০
টেলি নং. ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল-neelachalkolkata@gmail.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

পরিশিষ্ট ১১ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	জুন ৩০, ২০২৩	জুন ৩০, ২০২২	মার্চ ৩১, ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৩.৯৫	১৩.২৬	৫৪.১৩
কর পরবর্তী সাধারণ কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৩.৭৪	৭.৫৩	১২.৪৯
কর পরবর্তী (বিশেষ দফা পরবর্তী) সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৩.৭৪	৭.৫৩	১২.৪৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
মজুত (বিগত বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ মজুত ব্যতীত)	-	-	৭১.২০
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) :			
(ক) মৌলিক ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*১.১৯	*২.৩৯	*৩.৯৭
(খ) মিশ্রিত ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*১.১৯	*২.৩৯	*৩.৯৭

বোর্ডের আদেশানুসারে
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- **তেজস দোশী**
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯ অগস্ট, ২০২৩

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, ম্যাজেনাইন ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম কোণে, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৩,৫৭২.৩৩	১১৬,৫৪৫.০৮	৩০,৭৭৭.৮৬
মোট রাজস্ব	২৪,৯৬৪.২৩	১২৪,২৭১.৮৪	৩১,৯৫৩.৬০
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৪,৩৫৯.৮৩	২২,৩৪৯.৫৬	৬,৩২৫.৩১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৩,৮৮১.১৫	১৮,৭৩৫.২১	৫,৪৪৯.০৮
ব্যতিক্রমী দফা	৭০৩.২৩	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩,১৭৭.৯২	১৮,৭৩৫.২১	৫,৪৪৯.০৮
কর ব্যয়	৯৬৬.৯১	৭,৯৫৬.৬৫	৪,১৫৪.৭২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,২১১.০১	১০,৭৭৮.৫৬	১,২৯৪.৩৬
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	(৩৫,৪৩১.৫৭)	৮,৩৪৩.৫১	৫,১৫৮.৯৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	১,১১,১৩৪.১৫	-
শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	৩.৩৬	১৬.৩০	২.০৬
(খ) মিশ্রিত (₹)	৩.৩৬	১৬.৩০	২.০৬

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৭,৬৭৬.৮০	১৪,৩৩৩.৫০	৩,০৬৫.৬৬
মোট রাজস্ব	৭,৯০২.৫২	২৫,৮০৪.৮২	১৩,৫২৮.০৩
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৫৩৭.২৫	১২,০৭৬.১২	১০,৫৩৭.৮১
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৫০৫.৪৩	১১,৯৯৪.৩৯	১০,৫৩০.২৫
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৪৪৫.২৪	৯,৭২১.৮৭	৭,৯৭৯.৩৬

দ্রষ্টব্য-

(১) ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।

(২) ২০২৩ সালের জুনে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ নাইজেরিয়া('সিবিএন') সেগমেন্টেশন বিলুপ্ত করে নাইজেরিয়ার বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কার্যক্রমে পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়, সমস্ত বিভাগ এখন ইনভেস্টর্স এবং এক্সপোর্টার্স ('এল অ্যান্ড ই') উইন্ডোতে ভেঙে পড়েছে এবং এল অ্যান্ড ই উইন্ডোতে 'ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা' মডেলটি পুনরায় প্রবর্তন করেছে। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন হয়েছে।

ফলস্বরূপ, ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে, সংস্থাটি নাইজেরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে ৭০৩.২৩ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ক্ষতি করেছে। অবমূল্যায়নের পরিমাণ বিবেচনা করে, উক্ত এক্সচেঞ্জ লসটি কোম্পানির সমন্বিত আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী আইটেম হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উপরন্তু, সংস্থাটি কোম্পানির প্রেজেন্টেশন কারেন্সিতে (আইএনআর) বৈদেশিক ক্রিয়াকলাপের অনুবাদ সম্পর্কিত ৩৭,৬৪৬.১৮ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অনুবাদ ক্ষতির স্বীকৃতি দিয়েছে, যা অন্যান্য বিস্তৃত আয়ের অন্তর্ভুক্ত।

নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের কারণে, ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সমন্বিত ফলাফলগুলি পূর্ববর্তী সময়ের প্রকাশিত ফলাফলের সাথে তুলনীয় নয়।

(৩) গত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ শে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত পুরো আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত প্রকাশিত বার্ষিক পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান যা আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সমাপ্তির তারিখ যা সীমিত পর্যালোচনাসাপেক্ষ ছিল।

(৪) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির যা ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস) এবং কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ যা সংশোধিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৬ অনুসারে ও বন্দোবস্তমতো তৈরি করা হয়েছে।

(৫) তুলনামূলক সংখ্যাগুলি পুনর্সজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত/যেখানে প্রয়োজন সাজানো হয়েছে।

(৬) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com -তে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00520769

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৯ অগস্ট, ২০২৩

আরামবাগে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে রাজনৈতিক উত্তেজনা সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে পুলিশের তাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই ব্যাপক উত্তেজনা দেখা যায় আরামবাগের আড়াণ্ডী এলাকায়। বোর্ড গঠনের পরেও রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে থাকে।আসরে নামে পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি আড়াণ্ডী ১ নং পঞ্চায়েতে। এদিন পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জমায়েত করে তৃণমূল, বিজেপি ও নির্দল সমর্থকরা। মূলত প্রধান কে হবে সেই নিয়েই উত্তেজনা দেখা যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়।জানাগেছে, আড়াণ্ডী ১ নম্বর পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। তার মধ্যে এবারে ৫ টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। ১টি নির্দল ও বাকি ১০ টিতে জয়ী তৃণমূল।

কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠতায় তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও প্রধান পদে কে বসবে সেই নিয়ে দ্বন্দ্ব তৃণমূলের অন্দরেও। জানা গেছে, প্রধানের নাম প্রস্তাব হয় ওই পঞ্চায়েতেরই বিদায়ী প্রধান সোহরাব হোসেনের শালিকার নাম। তারপর থেকে শুরু হয় দ্বন্দ্ব।

বুধবার ওই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন শুরুর আগেই থেকেই পঞ্চায়েত অফিসের সামনে সব পক্ষের লোকজন জমায়েত হয়। একদিকে যেমন বিজেপি ও নির্দলের জয়ী প্রার্থীরা বিরোধিতা শুরু করে। তেমনি তৃণমূলেরই একাংশ প্রধানের নাম নিয়ে বিরোধিতা শুরু করেছে। শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। যার জেরে ভোটাভুটি শুরু হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলেও অবশেষে তৃণমূল বোর্ড গঠন করে। অবশেষে প্রধান হন তৃণমূলের সুফিয়া বেগম ও উপপ্রধান হন মিতা সাঁতরা। এরপরই তৃণমূল কর্মীদের উচ্ছ্বাস শুরু হয় এবং পাল্টা বিরোধীদের প্রতিবাদে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে। এই বিষয়ে আরাণ্ডীর এক নম্বর অঞ্চলের ২৭৩ নম্বর বুথের জয়ী নির্দল প্রার্থী জাহানারা বেগম জানান, ভোটাভুটি করতে বললাম কিন্তু কোনও মতেই তৃণমূলের লোকেরা ভোটাভুটি করতে দিচ্ছে না। আমরা দু'জন, বাকি সবাই আমাদেরকে মারবার উপক্রম। কোনো প্রতিবাদ করার মতো লোক নেই। এটা করছে তৃণমূলের লোকেরা। অপরদিকে আরামবাগ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শিশির সরকার জানান, প্রধান উপপ্রধান নির্বাচনের জন্য সকল সদস্যরা এখানে আছেন। দলের নির্দেশ মতো বন্ধ খাম এসেছে, সেখানে দল যাকে নির্বাচন করবে, সেই হবে প্রধান। এখানে বিজেপি নির্দল জিতেছে ওরাও আছেন। সব ঠিকঠাক আছে কোনও কারো অসুবিধা হয়নি বলে জানান তিনি। সবমিলিয়ে এখন চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা আরামবাগের আরাণ্ডী এক নম্বর অঞ্চলে।

বোর্ড গঠনের আগে বিরোধী ৪ পঞ্চায়েত সদস্যকে অপহরণের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বোর্ড গঠনের আগে রাস্তা থেকেই বিজেপির ৩ জন ও ১ জন নির্দল সদস্যকে অপহরণের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা গিয়েছে, অপহৃত চার পঞ্চায়েত সদস্যর নাম ধীরেন রায়, অষ্টমী রায়, আদোরি বর্মন ও পঞ্চমী রায়। এদের মধ্যে পঞ্চমী রায় নির্দল জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য। এদিন বোর্ড গঠন উপলক্ষে চার জন সদস্য গাড়ি করে পঞ্চায়েত দপ্তরে আসছিলেন। সেই সময় ডালিমগাঁ পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে কতিপয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের রাস্তা থেকে অপহরণ করে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার পর থেকে এখনও কোনো খোঁজ নেই বিজেপির ৩ ও নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যর। উল্লেখ্য, ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ২৮ টি। এর মধ্যে ২০১৮ সালে ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে দখল করেছিল। ২০২৩ সালে পুনরায় ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বাধিক আসনে জয়ী হয় বিজেপি। তাদের মোট আসন ১২ টি। অন্যদিকে তৃণমূলের দখলে যায় ১১ টি আসন। বাকি সিপিএম ২ টি, কংগ্রেস ২ টি ও নির্দল ১ টি আসনে জয়লাভ করে। এদিন বোর্ড গঠনের আগেই বিরোধী চার পঞ্চায়েত সদস্যকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির নেতা কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, বিজেপি যাতে বোর্ড করতে না পারে সেজন্য দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের অপহরণ করেছে তৃণমূল। এদিকে এই ঘটনায় পালটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে তোপ দেগেছে তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, বিজেপির প্রধান কে হবেন তাই নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত। বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন।

কালিয়াগঞ্জে ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের অপহৃত তিন জয়ী বিজেপি প্রার্থী ও একজন নির্দল প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা অভিযোগ নিতে চায়নি বলে অভিযোগ বিজেপি নেতৃত্বের। প্রতিবাদে কালিয়াগঞ্জ থানার সামনে বিক্ষোভে বসে বিজেপি কর্মীরা। পরবর্তী সময়ে পুলিশ অভিযোগ নিলে বিক্ষোভ তুলে নেয় বিজেপি নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে বোর্ড গঠন করল তৃণমূল বলে প্রসাশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাঁকুড়ায় পটচিত্র শিল্পীদের জন্য তৈরি ১৫টি মডেল হাউস ভার্চুয়ালি উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার ভরতপুরের পটচিত্র শিল্পীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ১৫টি মডেল হাউস। এদিন আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন এই মডেল হাউসিংটির। তারপর শিল্পী পরিবারদের হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক কে রাধিকা আইয়ার। ছাতনার বিডিও শিশুতোষ প্রামাণিকের সহযোগিতায় চিহ্নিত করা হয়েছে ভরতপুর পটচিত্র গ্রামের ১০০ বছরের পুরনো পটচিত্রশিল্পী পরিবারগুলিকে। এই ১৫টি পরিবার পেয়েছেন ১৫টি মডেল হাউস।

বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক জানান, প্রতিটি বাড়ি বানাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল দু' লাখ টাকা। তাছাড়া রয়েছে রাস্তা, আলো, সাবমারসিবল পাম্প এবং একটি পুকুর বানানোর খরচ। এছাড়াও যাঁরা যাঁরা হোমস্টে বানানোর জন্য আবেদন করেছিলেন, সেই তিন পরিবার পাবেন আরও এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। ছাতনার বিডিও শিশুতোষ প্রামাণিক জানান যে, এই প্রজেক্টটিতে মোট খরচ হয়েছে ৬০ লাখ টাকা।

মডেল বাড়িগুলির প্রত্যেকটি দেওয়ালে আঁকা রয়েছে, দৃষ্টিনন্দন পটচিত্র। বাড়িগুলিতে রয়েছে টালির চাল এবং একটি করে প্রধান কক্ষ, সঙ্গে রান্নাঘর। শৌচাগারের জন্য কাজের পারমিশন হয়ে গিয়েছে, প্রায় দশ দিনের মধ্যে শৌচাগার তৈরি হয়ে যাবে এমনটাই জানালেন জেলাশাসক নিজেই। বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকায় শুশুনিয়ার পাদদেশ এক অন্য রূপ ধারণ করল। বহুদিনের প্রাচীন পটচিত্র শিল্পীরা পেলেন তাঁদের বহু প্রতীক্ষিত বাড়ি।

অজানা জ্বরে মৃত্যু গৃহবধূর, পরিবারের আশঙ্কা ডেঙ্গি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দু-তিন দিনের জ্বরে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। পরিবারের প্রাথমিক অনুমান ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাদের বউমার। জানা যায় মৃত গৃহবধুর নাম পার্বতী মজুমদার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। গৃহবধূর শশুর বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার মহিষ পুকুর এলাকায়। পরিবারের দাবি, দু'থেকে তিনদিন ধরে ওই গৃহবধূ জ্বরে ভুগছিল। প্রথমে প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসা করানো হয় তাকে, এরপরে একটু শারীরিক সুস্থতা বোধ করে ওই গৃহবধূ। পরবর্তীতে আবারও বমি করতে শুরু করে, এছাড়াও শরীর কেঁপে জ্বর আসে গৃহবধূর। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি ওই গৃহবধূকে নিয়ে যায় ফুলিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, এরপরে ওই গৃহবধূর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই মৃত্যু হয়। বুধবার মৃতদেহটি উদ্ধার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ, এ ছাড়াও ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়, ওই গৃহবধূর বারংবার জ্বর আসলেও তারা হাসপাতালে চিকিৎসা না করিয়ে এদিক ওদিক ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, কিন্তু রক্ত পরীক্ষা কখনও করানো হয়নি গৃহবধূর। তবে কি ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল গৃহবধূর নাকি মৃত্যুর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তা সবটাই বোঝা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলেই।

বদলে যাচ্ছে কেরলের নাম, নয়া নামের প্রস্তাব বিজয়নের

তিরুঅনন্তপুরম, ৯ অগস্ট: কেরল বলে বলে ডাকা যাবে না ঈশ্বরের আপন দেশকে। দক্ষিণের রাজ্যটির নাম বদলের প্রস্তাব পাশ হল বিধানসভায়। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে এবার থেকে কেরলকে ডাকতে হবে কেরালাম বলে।

বুধবার কেরল বিধানসভায় এই প্রস্তাবটি পেশ করেন সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। কেন্দ্র সরকারের কাছে তিনি এই নাম বদলকে স্বীকৃতি দেওয়ার আরজি জানিয়েছেন। প্রস্তাব পেশ করার সময় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী জানান, মালয়ালম ভাষায় তাঁদের রাজ্যের নাম 'কেরালাম'-ই। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় কেরল বা কেরালা বলে ডাকা হয় ঈশ্বরের আপন দেশকে। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী সব ভাষাতেই রাজ্যটিকে কেরালাম বলে ডাকতে হবে।

কেরলের বামপন্থী সরকারের আনা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে বাম সরকারও। যদিও কেরল সরকার প্রস্তাব পাশ করালেও রাতারাতি রাজ্যটির নাম কেরালাম হয়ে যাবে না। সেজন্য কেন্দ্রকে সম্মতি দিতে হবে। সংসদে বিল পাশ করাতে হবে। এবং নতুন নামকে সংবিধানের অষ্টম তপসিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যা জটিল প্রক্রিয়া। কেন্দ্র সরকার স্বীকৃতি না দিলে নাম বদলের এই প্রস্তাব স্বীকৃত হবে না।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের প্রস্তাব ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে জমা পড়ে রয়েছে। কয়েক বছর আগেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলা করার প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন। যদিও সেই প্রস্তাব এখনও গ্রহণ করেনি কেন্দ্র। সেই প্রস্তাব নিয়ে আর কোনও পদক্ষেপও করা হয়নি।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় জোরে হাসলেই শাস্তি!

লখনউ, ৯ অগস্ট: জোরে হাসা যাবে না। ব্যবহার করা যাবে না মোবাইল ফোন। ছেঁড়া যাবে না কোনও কাগজপত্র। এইরকমই একগুচ্ছ নিয়ম লাগু হতে চলেছে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায়।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভায় বিধায়কদের জন্য নতুন নিয়ম চালু হতে চলেছে যোগী রাজ্যে। নতুন এই নিয়ম অনুযায়ী, সভাকক্ষের ভিতরে বিধায়করা মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ছেঁড়া যাবে না কোনও রকমের নথি বা কাগজপত্র। এছাড়াও, যখন কেউ বক্তব্য রাখবেন বা কারও প্রশংসা করবেন তখন তাঁর দিকে আঙুল তোলা যাবে না।

স্পিকারের দিকে পিছন ফিরে বসা বা দাঁড়ানো যাবে না। কোনও ধরনের অস্ত্র নিয়ে ঢোকা যাবে না বিধানসভায়। এমনকী, সদস্যদের লবি চত্বরে দাঁড়িয়ে কথা বলা, জোরে হাসা ও ধূমপানেও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার স্পিকার সতীশ মোহানা পিটিআইকে জানিয়েছেন, 'সোমবার এই নতুন নিয়মবিধি পেশ করা হয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং পরবর্তীতে এটি পাশ করানো হবে।'

১৯৫৮ সাল থেকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় যে নিয়মবিধি কার্যকর ছিল ২০২৩ সালে সেই নিয়মবিধির পরিবর্তন হবে।

নতুন নিয়মবিধি কার্যকর হলে, বিধানসভার প্রত্যেক সদস্যদের স্পিকারের চেয়ারের দিকে মাথানত করে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। কক্ষে প্রবেশ ও বেরনোর সময় কিংবা নিজেদের চেয়ারে বসা ও ওঠার সময় স্পিকারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো যাবে না।

এছাড়াও বিধানসভায় চোদ্দদিন আগে অধিবেশন ডাকার নিয়ম ছিল তা কমে এখন সাতদিন করা হবে। এছাড়াও, সভাকক্ষ থেকে কোনওরকম বই, নথিপত্রও নেওয়া যাবে না।

শিমলায় ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনায় পিষে মৃত্যু দু'জনের

শিমলা, ৯ অগস্ট: হিমাচল প্রদেশের শিমলায় ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন। সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে।

মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শিমলার থিয়োগ ছাইলা রোডে। পুলিশ সূত্রে খবর, নারকান্ডা থেকে আপেলবোঝাই একটি ট্রাক রাজগড়-সোলান এলাকার একটি ফলপট্টিতে যাচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পর জানা গিয়েছে, ছাইলা বাজারের কাছে ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক এবং ভুল রাস্তায় ট্রাকটিকে ঢুকিয়ে দেন। সেটির গতি বেশি থাকায় রাস্তার বাঁক নিতেই এক দিকে হেলে পড়ে। সেই অবস্থাতেই চালক ট্রাকটিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। ব্রেক কাজ না করায় সামনে থাকা একের পর এক গাড়িকে ধাক্কা মারতে মারতে এগিয়ে যায় সেটি। তার পর উল্টে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় চারটি গাড়িকে পিষে দিয়েছে ট্রাকটি। তার মধ্যে দু'টি গাড়িতে যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন কয়েক জন। এক ব্যক্তি ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে যান। পরে জেসিবি এনে ট্রাকটিকে সরিয়ে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

শিমলার পুলিশ সুপার সঞ্জীবকুমার গান্ধি বলেন, 'এই দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪-৫টি গাড়িকে ধাক্কা মারে ট্রাকটি। তার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।' এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ট্রাকটি এক দিকে কাত হয়ে গিয়েছিল। সেটি দ্রুত গতিতে ছুটে আসছিল। তার পরই বেশ কয়েকটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। গাড়িগুলি একেবারে দুমড়েমুচড়ে যায়। কয়েক জন গাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও এক জনও এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।

ABRIDGED TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. – WBEO/SUTAHATA/07/2023-2024
The Executive Officer, **Sutahata Panchayat Samiti** invites tender from bonafied bidders for Repair & Renovation of different Schools in different Gram Panchayat & Construction of CC Road in Joynagar GP within Sutahata Panchayat Samiti details may be accessed and duly responded through **http://www.wbtenders.gov.in from 10th August, 2023 (Thursday) at 10-00 Hours to 18th August, 2023 (Friday) up to 17-00 Hours.**
Sd/-
Executive Officer
Sutahata PanchayatSamiti

উমর খালিদের জামিনের শুনানি থেকে সরলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: দিল্লিতে হিংসার ঘটনায় অভিযুক্ত জেএনইউ-র প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের জামিনের আবেদনের শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র। 'বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন' (আন ল'ফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট বা ইউএপিএ)-এ গত ২ বছর ১০ মাস ধরে জেলবন্দি উমরের জামিনের আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এএস বোপান্না এবং বিচারপতি মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু মঙ্গলবার বিচারপতি বোপান্না জানান বিচারপতি মিশ্র শুনানি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাই আবেদনের শুনানির জন্য গড়া হবে নতুন বেঞ্চ।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে উত্তর-পশ্চিম দিল্লির হিংসায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে খলিদের বিরুদ্ধে। ২০২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী ইউএপিএ আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই থেকে জেলে রয়েছেন তিনি। উমর এবং আর এক প্রাক্তন ছাত্রনেতা খলিদ সইফিকে গত ডিসেম্বরে জামিনে মুক্তি দিয়েছিল দিল্লির করকরদুমা আদালত। তবে উমর এবং সইফি, দু'জনেই দিল্লি হিংসার ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত মামলায় ইউএপিএ ধারায় অভিযুক্ত হিসাবে জেলবন্দি।

২০২২ সালের মার্চে দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন তিনি। ২৪ মার্চ তা খারিজ হওয়ার পর দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা। কিন্তু গত ১৮ অক্টোবর দিল্লি হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করায় শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন উমর।

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-23/2023-24** for **"Supply and delivery at site ISI Mark Socket and Spigot jointing system centrifugally cast DI (K7) Pipes for water supply Projects within Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender Id:**2023_MAD_555642_1.**
Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW, WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
54/GPW/ WBFDC/2023-24 (2nd Call)	Maintenance of fencing near creeper garden at Banabitan Park, Salt Lake.	10.08.2023	18.08.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

হরিয়ানায় আদালত চত্বরে ছুরি নিয়ে হামলা, ধৃত এক

চণ্ডীগড়, ৯ অগস্ট: আদালতে এক যুবককে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল তিন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার ফতেহবাদে। যুবককে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার সকালে ফতেহবাদ আদালতে একটি মামলার সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন বাবলু নামে এক যুবক।

মামলার শুনানি শেষে আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন বাবলু। পরবর্তী শুনানি কবে সেই তারিখ জানতে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাবলু তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন সোনু, লক্ষ্মণ এবং ভিরদানিয়া নামে তিন যুবক। আচমকাই কোনও একটি বিষয় নিয়ে ওই তিন যুবকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। যুবকেরা বাবলুকে প্রথমে শাসান। তার পর আচমকাই তাঁদের মধ্যে এক জন বাবলুর দিকে তেড়ে আসেন এবং ছুরি দিয়ে কোপাতে থাকেন। বাকি দু'জনও বাবলুকে মারধর করতে থাকেন। আদালত চত্বরের ভিতরে ছুরি নিয়ে হামলার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

হামলার ঘটনা চাউর হতেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। এক হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারলেও বাকি দু'জন পালিয়ে যান। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বাবলুর উপর কেন হামলা চালানো হল তা খতিয়ে দেখছে তারা। হামলাকারীরা বাবলুর পরিচিত কি না, যে মামলায় বাবলু সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন, সেই মামলার সঙ্গে এই হামলার কোনও যোগ রয়েছে কি না, সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ফতেহবাদের ডেপুটি পুলিশ সুপার জগদীশ কাজলা।

সন্তান পালনের জন্য ৭৩০ দিন ছুটি পাবেন মহিলা ও সিঙ্গল পুরুষ

নয়াদিল্লি, ৯ অগস্ট: সন্তান লালনের জন্য চাকরিজীবনে মোট ৭৩০ দিন ছুটি পাবেন সরকারের মহিলা কর্মী এবং সেই সব পুরুষ কর্মী, যাঁরা সিঙ্গল অভিভাবক। বুধবার সংসদে এ কথা জানালেন কেন্দ্রীয় কর্মিবর্গ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

লোকসভায় লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'মহিলা সরকারি কর্মী এবং পুরুষ সরকারি কর্মী, যাঁরা একক ভাবে সন্তান পালন করছেন, তাঁরা সর্বাধিক ৭৩০ দিন ছুটি পাবেন। ১৯৭২ সালের সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস (ছুটি) আইনের ৪৩-সি ধারায় গোটা কর্মজীবনে এই ছুটি তাঁরা পাবেন। প্রথম দুই জীবিত সন্তানের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এই ছুটি তাঁরা নিতে পারেন। সন্তান বিশেষ ভাবে সক্ষম হলে বয়সের সীমা নেই।' অর্থাৎ বিশেষ ভাবে সক্ষম সন্তানের বয়স ১৮ বছরের বেশি হলেও, তাঁকে লালনের জন্য ছুটি নিতে পারবেন সরকারি কর্মী মা বা 'সিঙ্গল' বাবা।

১৯৭২ সালের সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস (ছুটি) আইনের ৪৩-সি ধারায় গোটা কর্মজীবনে এই ছুটি তাঁরা পাবেন। প্রথম দুই জীবিত সন্তানের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এই ছুটি তাঁরা নিতে পারেন।

যে সব পুরুষ সরকারি কর্মীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে, স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বা যাঁরা অবিবাহিত, তাঁরা সন্তান পালনের জন্য নিজেদের মোট কর্মজীবনে এই ৭৩০ দিন ছুটি পাবেন। ২০২২ সালে কর্মিবর্গ মন্ত্রক একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, একই বছরে তিন দফার বেশি এই ছুটি নেওয়া যাবে না।

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING TENDER NO.-WBIW/SDO/BIS/NIT-02/2023-2024
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from resourceful, **Bonafide eligible contractors for 02 (Two) number of works. Last date & time of receiving application for the purpose of purchase of tender form is on 18.08.2023 up to 15.00 hrs.** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs**
Sd/-
Sub- Divisional Officer
Berhampore Irrigation
Sub-Division
Berhampore, Murshidab

WEST BENGAL GOVERNMENT e-TENDER
The ex-officio & Member Secretary IMC ITI Gariahat (as well as Dy. Director of Industrial Training & In-Charge of ITI Gariahat) invites e-tenders from Manufacturers / Authorized Dealers, Distributers / Suppliers / Contractors/ Traders for Supply, Testing, Installation & Commissioning of Machinery, Equipments and Tools etc. for different Trade courses of ITI Gariahat.
Tender ID Nos. are **2023_DTET 554979_2, 2023_DTET_ 555572_1, 2023_555590_1.**
Other details information may beobtained from the website **https://wbtenders.gov.in**

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণ এবার মস্কোর পাঠ্য বইয়ের অংশ!

মস্কো, ৯ অগস্ট: নতুন করে ইতিহাস লিখছে রাশিয়া। সেই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইউক্রেনে রুশ সেনার হামলা! আসলে ইউক্রেন যুদ্ধের পক্ষে সাফাই গাইতে মরিয়া পুতিন। কেননা নিজের দেশের একাংশই কিন্তু এই লড়াইয়ের বিরুদ্ধে। আর তাই একেবারে স্কুল পর্যায় থেকেই ইউক্রেন যুদ্ধের ভাষ্যকে নিজের আঙ্গিকে ঢেলে সাজাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা করে রুশ সেনা। সেই লড়াইয়ের মীমাংসা এখনও হয়নি। কিয়েভের পাশে পশ্চিমী শক্তির দাঁড়িয়ে থাকার অভিযোগ করেছে রাশিয়া। কাঠগড়ায় তুলেছে আমেরিকাকেও। এবার স্কুলের পাঠ্যবইয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হল, ইউক্রেনের 'নিরস্ত্রীকরণ ও নাৎসিমুক্ত' করাই লক্ষ্য রাশিয়ার। আর তাই এই হামলা। রাশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী সের্গেই ক্রাভৎসভ জানিয়েছেন, ইতিহাসের এই নতুন অধ্যায় লেখা হয়েছে গত কয়েক মাসে। উদ্দেশ্য স্কুলপড়ুয়াদের ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে বোঝানো। নিরস্ত্রীকরণ ও নাৎসিমুক্তি ঘটাতেই এই যুদ্ধ, এটা বুঝতে পারলে পড়ুয়াদের কাছে পরিষ্কার হবে আসল বিষয়টা কী। ১৯৪৫ সাল থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে ধরা হয়েছে ওই বইয়ে। নতুন এই বই পড়ানো হবে ১ সেপ্টেম্বর থেকে। ইউক্রেন যুদ্ধে জয়ের পরও বইটি পড়ানো হবে বলেই জানাচ্ছে মস্কো। যা থেকে পরিষ্কার, নিজের উপরে বাড়তে থাকা চাপ কমাতে দেশের মানুষকে যুদ্ধের বিষয়টি বোঝাতে তৎপর পুতিন। আর তা তিনি শুরু করতে চাইছেন একেবারে গোড়া থেকেই।

ভয়াবহ বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি বেজিংয়ে, মৃত অন্তত ৩৩, নিখোঁজ ১৮

বেজিং, ৯ অগস্ট: বাঁধভাঙা বৃষ্টি বান ডেকেছে চিনের রাজধানী বেজিংয়ে। প্রকৃতির এহেন রুদ্ররূপে মৃত অন্তত ৩৩। বিগত ১৪০ বছরের নিরিখে এত অল্প সময়ে এত বৃষ্টির রেকর্ড নেই বেজিংয়ে। বুধবার প্রশাসন সূত্রে খবর, ভয়াবহ বৃষ্টিতে সৃষ্টি হওয়া বন্যায় নিখোঁজ অন্তত ১৮ জন।

এক সংবাদ সম্মেলনে বেজিংয়ের ভাইস-মেয়র জিয়া লিনমাও বলেন, তএই দুর্যোগে নিহতদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। গত মাসে প্রবল বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে বেজিং-সহ উত্তর চিনের বিস্তীর্ণ এলাকা। গত শুক্রবার সরকারের তরফে জানানো হয় যে, জুলাই মাসে প্রকৃতির মারে প্রাণ হারিয়েছেন বা নিখোঁজ ১৪৭ জন। বেজিং সংলগ্ন হেবেই প্রদেশে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। নিখোঁজ ২২। জিলিন প্রদেশে মৃত ১৪।

জানা গিয়েছে, বৃষ্টির প্রকোপ এতটাই যে, রাস্তাঘাট কার্যত জলের তলায়। পানীয় জলের পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ। যার জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন। বহু গাড়িকে রাস্তায় ভাসতে দেখা গিয়েছে। বিপর্যয়ের ধাক্কায় আটকে পড়েছেন অনেকেই। উদ্ধারকারী দলের এক ব্যক্তি ওয়াং হং-চুনের মৃত্যু হয়েছে বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়ে। তাঁর সঙ্গীরা অবশ্য কোনও মতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে উদ্ধারকার্যে সাহায্য করার জন্য সাধারণ নাগরিকদের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর আগে ১৮৯১ সালে অল্প সময়ে বিপুল বৃষ্টি হয়েছিল বেজিংয়ে। সেবার ৬০৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এবারের নজির তার থেকেও বেশি। ১৮৮৩ সাল থেকে বেজিংয়ের বৃষ্টিপাতের রেকর্ড রাখা শুরু হয়। এবছরের বৃষ্টি এই সব হিসেবের মধ্যেই সর্বোচ্চ। গত বছর বেজিংয়ে মোট বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৫০০ মিলিমিটার।

হাজার হাজার চিজের চাকতির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু ইতালিতে!

রোম, ৯ অঘস্ট মৃত্যু সব সময়ই দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক। কিন্তু ইতালিতে এক ব্যক্তি যেভাবে মারা গিয়েছেন, তাকে দুর্ভাগ্যজনক বললেও হয়তো কম বলা হবে। ৭৪ বছরের মানুষটির মৃত্যু হয়েছে চিজ চাপা পড়ে! হ্যাঁ, এভাবেই মারা গিয়েছেন তিনি। হাজার হাজার চিজের চাকতির নিচে চাপা পড়ে। তাঁর দেহ উদ্ধারেও হিমশিম খেয়ে গিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। ঠিক কী হয়েছিল? ইতালির ছোট্ট শহর রোমানো ডি লোম্বার্ডিয়ার এক চিজ কারখানায় কাজ করতেন জিয়াকোমো চিয়াপ্পারানি। ঘটনার দিনও তাই করছিলেন। হঠাৎই চিজ ভর্তি শেলফ ভেঙে পড়ে চিয়াপ্পারানির মাথার উপরে। ফলে প্রায় ২৫ হাজার চিজের চাকতির নিচে চাপা পড়ে যান হতভাগ্য ওই ব্যক্তি।

খুব শীঘ্রই ভিয়েতনাম সফর করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

মেক্সিকো, ৯ অগস্ট: খুব শীঘ্রই ভিয়েতনাম সফর করবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বাড়াতেই প্রেসিডেন্টের ভিয়েতনাম সফরের সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। বাইডেন একটি রাজনৈতিক তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এই কথা জানান। হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র মঙ্গলবার বাইডেনের ভিয়েতনাম সফর সম্পর্কে জানান।

তিনি আরও জানান, এই মুহূর্তে আর কোনও তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। এপ্রিলে, ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক সুগভীর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্চ মাসে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান গুয়েন ফু ট্রং-এর সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন। ওয়াশিংটন এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি খোলাখুলিভাবে জানিয়েছে যে তারা ভিয়েতনামে সামরিক সরবরাহ বাড়াতে চায়। যা এখন পর্যন্ত মূলত কোস্ট গার্ড জাহাজ এবং প্রশিক্ষণ বিমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

NOTICE INVITING E-TENDER
The E-Bids is hereby invited on behalf of the Chairman, Barasat Municipality.
Tender ID :
2023_MAD_555704_1
Bid Submission End Date :
17-Aug-2023 01:00 PM
for details, please see website at
www.wbtender.gov.in.
Sd/-
Chairman,
Barasat Municipality

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) Name Of Work: Improvement Of Bituminous Road Near Banorini Market At Ward No-15 Under Baranagar Municipality, **NIeT No: WBMAD/ BM/PWD/NIT- 65 (e)/ 2023-24, Dated- 24.07.2023, Tender ID : 2023_MAD_547012_1,**
The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tender is hereby extended up to **17.08.2023** and Bid Opening Date will be **22.08.2023. For details please log on to www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIT No.: 01 of 2023-24
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 3 nos. various works Under BM. Tender Start Date:**11/08/2023 at 9.00 AM.** and Closing Date: **22/08/2023 at 3.00 PM.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites E-quotation vide NIQ no. **WBMAD/ CM/ PWD/ NIQ-6/HCKS/ 23-24 & Tender Id: 2023_MAD_555851_1** for supplying Hand Sprayer Machine. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM
WBCADC invited e-tender (NIT No. 14/2023-24, Dated-27.07.2023, **Tender Id.-2023_PRD_552089_1**). All prospective bidders are hereby informed that due to Administrative reasons, this office has extended the last date of bid submission Up to **16.08.2023 at 12.30 hrs.** & Date and time for opening of the Technical Bid is on **18.08.2023 at 12.30 Hrs.** For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Administrative Secretary
WBCADC

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং. ১৪১_২০২৩-২৪, তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রের জন্য] কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি পন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **এনআইটি নং. ১৪১_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/পিডিএ-র শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে বিডিসি-এসকেজি-র মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সিটিআর(এস) যথা পিডিএ ডাউন লুপ ০.২৬৩ - ০.৭৮ = ০.৫১৭ কিমি, এমওয়াইএম ডাউন লুপ-১ (কমন লুপ) ০.১১৯ - ০.৮৫৯ = ০.৭৪০ কিমি, এমওয়াইএম ডাউন লুপ-২ ০.৩৪৭ - ১.০৪৪ = ০.৬৯৭ কিমি, আরএসএলআর ডাউন লুপ (কমন লুপ) ০.০৯৯ - ০.৮৩৬ = ০.৭৩৭ কিমি, মোট = ২.৬৯১ টিকেএম এবং আরইভি/ এমএল-এ টিএফআর-এর কাজ (স্থান- ৭৫.০০ - ৮০.৪৫০ কিমি = ৫.৪৫০ কিমি আরইভি লাইনে)। **আনুমানিক মূল্যঃ ₹ ১,১৪,৯৯,৯৯১.৩৩। বায়না অর্থঃ** ২,০৭,৫০০.০০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয়। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-206/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BELDANGA MUNICIPALITY
Murshidabad
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality from bonafide outsiders for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)
1	Supplying and laying of 110mm & 160 mm OD HDPE Pipes including Supply of Valves and Specials at Zone-I.	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-07/2023-24	45.33 Lakh
2	Supplying and laying of 110mm & 160 mm OD HDPE Pipes including Supply of Valves and Specials at Zone-II.	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-07/2023-24	108.94 Lakh
3	Supplying and laying of 110mm & 160 mm OD HDPE Pipes including Supply of Valves and Specials at Zone-III.	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-07/2023-24	33.84 Lakh

Last date for submission of tender on **01.09.2023 at 14:00 Hrs.**
For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur
Notice inviting e-tender
e-Tender are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide NI(e)T No. **08/Bitu.Rd(DEV)/2023-24, Date-08/08/2023 & NI(e)T No-9/Bitu.Rd.(DMA)/23-24, Dt- 08.08.23**. Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in,**
Sd/- Chairman,
Egra Municipality

SANJABAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
NOTICE INVITING QUATATION
Sanjabon Co-operative Housing Society LTD., Plot No. CA- 197, Action Area- 1C, New Town, Kolkata, having 4 Kattah land, invite offers for the construction of (G+4) - storey building as under : (from eligible and resourceful persons/bidders having desired credential and financial capability for execution of jobs of similar nature)
1) Only labour charges for the Construction of 450 mm dia pile (co-operative society will supply the steel, cement, stone chips and sand)
2) A Civil Engineer (Diploma) for supervising piling/construction job having 10-15 years experience.
3) A full time Supervisor for purchasing the materials, maintaining the accounts etc having 10-15 yrs' experience of similar jobs.
4) Labour charges for construction of the above building per sq.ft of covered area including foundation.
5) Construction proposal for the whole building.
Interested parties will be consulted/ involved subsequently.
Please apply within 30 days to Box No. T-0908/2324 Ekdin, Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306 (S), Kol-1.

ধারণাই সত্যি হল, ১৫ নয় ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদে ‘মাদার অফ অল ব্যাটল’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৫ অক্টোবর নয়। বরং নবরাত্রির জন্য একদিন আগে ১৪ অক্টোবর আয়োজিত হবে আসন্ন বিশ্বকাপের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। বুধবার অর্থাৎ ৯ আগস্ট আইসিসি সেটা জানিয়ে দিল। এর আগে এই ইস্যু নিয়ে বার্তা দিয়েছিলেন বিসিসিআই-এর সচিব জয় শাহ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৭ জুলাই, এই ইস্যু নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। সেইজন্য গ্রুপ পর্বের আরও কয়েকটি ম্যাচের তারিখ বদল করা হয়েছে। মোট ন’টি ম্যাচের দিন বদল করা হয়েছে। বদলে গিয়েছে ইডেনের একটি ম্যাচের তারিখও।

বাইশ গজের এই যুদ্ধকে ঘিরে অনেক আগে থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। সবার মুখেই ঘুরছে ‘মাদার অফ অল ব্যাটল’-এর প্রসঙ্গ। বিসিসিআই সূত্রের খবর ছিল, বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা ও বাবর আজমের দলের ডুয়েলের তারিখ বদলে যেতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি থেকে একদিন এগিয়ে, অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর আয়োজিত হতে পারে এই মেগা ম্যাচ। ভেন্যু আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম হলেও, নবরাত্রির জন্য বদলে যেতে পারে দিনক্ষণ। এদিন সেটাই জানিয়ে দিল বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

জয় শাহ সাংবাদিকদের বলেন, তশুধু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নয়, আরও কয়েকটি ম্যাচের তারিখের বদল হয়েছে।দ এরপর তিনি ফের যোগ করেন, তআগেই ২-৩টি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার তরফ থেকে ম্যাচের তারিখ বদলের অনুরোধ এসেছিল। এছাড়া আইসিসি-র ৩টি ফুল মেম্বার দেশের তরফ থেকেও তাদের গ্রুপ লিগের ম্যাচের তারিখ বদলের দাবি জানানো হয়েছিল। সেই ৩টি ফুল মেম্বার দেশের আরও দাবি, তাদের একটি থেকে আর একটি ম্যাচের মাঝে রিকোভারি টাইম কম রয়েছে। এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। আমরা আইসিসি-র কর্তাদের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসে এই সিদ্ধান্ত নিলাম।

অক্টোবর মাস মানেই ভারতে উত্স্বের মরসুম শুরু। প্রতি বছর নিয়মমাফিক সেই মাসেই চলে নবরাত্রি। দেখা যাচ্ছিল আইসিসি যে দিন ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের তারিখ রেখেছিল, সে দিন অর্থাত্ ১৫ অক্টোবর নবরাত্রির প্রথম দিন। গুজরাত জুড়ে বেশ ধুমধাম করেই পালিত হয় নবরাত্রি। তাই আইসিসি-র কাছে বিসিসিআই আবেদন করেছিল যদি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা যায়। কারণ, নবরাত্রির প্রথমদিন এই মেগা ম্যাচ আয়োজন করা হলে, পুলিসের পক্ষে সুষ্ঠু নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।

এরপরেই আইসিসি-র কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন বোর্ড কর্তারা। এবং সেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল আইসিসি।

তবে ম্যাচের তারিখ এগিয়ে এলেও, ভেন্যুর বদল ঘটেনি। দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেগের কথা ভেবে সেটা করা শেষ মুহূর্তে সম্ভব নয়। সেটা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন জয় শাহ। কারণ সেই মেগা স্টেডিয়ামে বসে দেখার জন্য ইতমধ্যেই ট্রেন, বিমানে বুকিং করেছেন অনেকে। আহমেদাবাদে হোটেল রুমের ভাড়াও প্রায় লাখ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। হোটেল প্রায় মিলছেই না। পাকিস্তান থেকেও প্রচুর ক্রিকেট ভক্ত আসছেন। ফলে এই মুহূর্তে ম্যাচের দিন বদল ঘটলে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সমস্যা স্বভাবতই বাড়বে। আর তাই আহমেদাবাদেই আয়োজিত হবে এই মেগা ম্যাচ। নবরাত্রি উত্স বের জেরে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি বিসিসিআই-কে অ্যালার্ট করেছে ইতিমধ্যেই। তাই মেগা ম্যাচের তারিখ বদল করা ছিল সময়ের অপেক্ষা। যে কোনও বড় ম্যাচের সঙ্গে অনকগুলি বিষয় জড়িয়ে থাকে। আর তাই ১৫ অক্টোবরের বদলে ১৪ অক্টোবর আয়োজিত হচ্ছে এই ম্যাচ। পুরোটাই নিরাপত্তার স্বার্থে। কারণ দুই দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের আয়োজন বলে কথা। কোনও ফাঁক রাখতে চায় নি ভারত সরকার। একইসঙ্গে গ্রুপ পর্বের আরও কয়েকটি ম্যাচের তারিখ বদলে গেল।

‘ও আমাকে পেটাতে চায়’, প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের উপর অভিযোগ হার্দিক পাণ্ডিয়ার

গায়ানা: তৃতীয় টি ২০ ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে বড় স্কোর গড়তে চেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে ১১তম ওভার পর্যন্ত ক্রিজে ছিলেন না ক্যারিবিয়ান টিমের স্টার ক্রিকেটার নিকোলাস পুরান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোরবোর্ডে তখনও মাত্র ৭৫ রান। খাতায় বড়সড় রান তুলতে হলে ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ছাড়া উপায় নেই। যদিও বিধ্বংসী ফর্মে থাকা পুরান দিন মাত্র ২০ রান করে ফিরে যান। ম্যাচ জেতার পর পুরানকে নিয়ে পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছেন ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হার্দিক পান্ডিয়া। তিনি বলেছেন, নিকোলাস পুরানের জন্যই তিনি নিজের বোলিং কোটা শেষ করেননি। পুরান মাঠে নামার পর দ্বিতীয় স্পেল শুরু করেন হার্দিক।

ম্যাচ শেষে পুরান সম্পর্কে হার্দিক বলেন, তনিকি ব্যাটিং করতে আসেনি বলে আমরা জোরে বোলারদের কোটা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। অক্ষর প্যাটেল ৪ ওভার বল করার সুযোগ পেয়েছে। যদি নিকি কাউকে পেটাতে চায় তাহলে আমাকেই পেটাক, এই পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। এভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ করি। আমি জানি এই কথাগুলো ও শুনবে এবং চতুর্থ টি ২০ ম্যাচে আমাকে খুব পেটাবে।দ যদিও পুরানকে আউট করতে পারেননি হার্দিক। তাঁর উইকেট নেন কুলদীপ যাদব। ১২ বলে ২০ রানের ইনিংসে ২টি চার ও একটি ছয় হাঁকিয়েছেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটার। বর্তমানে টি ২০তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং ব্রিগেডের অন্যতম ভরসা পুরান। টি ২০তে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন। মেজর লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে শতরান হাঁকিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে টি ২০ সিরিজে ফেরেন।

বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী নিকোলাস পুরান। কায়রন পোলার্ড, মার্লন স্যামুয়েলসদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন পুরান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টি ২০ ক্রিকেটে ১৫৬৯ রান করেছেন পুরান। তাঁর আগে রয়েছেন ক্রিস গেইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ইউনিভার্স বসের টি ২০তে রান সংখ্যা ১৮৯৯।

ভারত নয়, অন্য টিমকে বিশ্বকাপ জয়ের দাবিদার ধরছেন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার সুবিধের জন্য অ্যাডভান্টেজে থাকবে ভারতীয় দল। আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিশ্বকাপের জন্য কমবেশি সকলেই ভারতকে ফেভারিট দল হিসেবে ধরছে। কিন্তু জাতীয় দলের সিনিয়র ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন সেদিক মাড়ালেন না। ২০১১ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন অশ্বিন। ৩৬ বছরের এই সিনিয়র ক্রিকেটার হঠাৎ করেই ভারতকে বাদ দিয়ে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে বেছে নিলেন ট্রফি জয়ের দাবিদার হিসেবে। টেস্ট ক্রিকেটের ১ নম্বর বোলারের এমন মন্তব্যে হইচই পড়ে গিয়েছে। কী কারণে মেন ইন ব্লুকে বিশ্বকাপে ‘ফেভারিট’ ধরছেন না অশ্বিন? এর পিছনে কি অন্য কারণ রয়েছে?

এখনও পর্যন্ত পাঁচ বার ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে ভারতের মাটিতে ফেভারিট দল হিসেবে খেলতে আসছেন অজিরা। বলেছেন অশ্বিন। তাঁর কথায়, তএই বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া অন্যতম ফেভারিট টিম। আমি জানি সারা বিশ্বের লোক ভারতীয় দলকে ফেভারিট বলছে। আসলে বিশ্বের সব ক্রিকেটাররাই এটাকে স্ট্র্যাটেজি হিসেবে নিয়েছে। তারা প্রতিটি আইসিসি ইভেন্টের আগে ভারতকে ফেভারিট বলতে তাকে। নিজেদের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্যই ওরা এটা করে। এতে আমাদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে যায়। ভারতীয় দল ফেভারিট টিমগুলির মধ্যে অন্যতম হতে পারে তবে অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে পাওয়ার হাউস।দ ওডিআই বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল টিম অস্ট্রেলিয়া। ১৯৮৭ সালে অ্যালেন বর্ডারের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিল ক্যাঙারুদের দেশ। ১২ বছর পর স্টিভ ওয়া ১৯৯৯ সালে বিশ্বকাপ ফিরিয়ে নিয়ে যান অস্ট্রেলিয়ায়। এরপর ২০০৩, ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ জেতে একটিও ম্যাচ না হেরে। ২০১৫ সালে মাইকেল ক্লার্কের নেতৃত্বে পঞ্চম বিশ্বকাপ জেতে অস্ট্রেলিয়া। অশ্বিন বলেছেন, তবিশ্ব ক্রিকেটের ল্যান্ডস্কেপ বদলে গিয়েছে। একটা সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছিল পাওয়ার হাউস। ১৯৮৭ সালের পর সেই জায়গা নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্ব ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া এখনও পাওয়ার হাউস।

‘ধোনির দল কিন্তু ভাল ছিল’, চাপে থাকা রোহিতের পাশে যুবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন বিশ্বকাপ রোহিত শর্মার কাছে অ্যাসিড টেস্ট। নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরে আইসিসি ট্রফিতে ভারতের কপাল ফেরাতে পারেননি হিটম্যান। ভক্তদের হতাশা বেড়ে গিয়েছে।

বিরাট কোহলির হাত থেকে নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড উঠেছিল রোহিত শর্মার হাতে। ক্যাপ্টেন হিসেবে পাঁচবার আইপিএল খেতাব জিতেছেন রোহিত। নেতৃত্ব বদলালেও ভাগ্য বদলায়নি একটুও। ফলে সমালোচনার মুখে ভারত অধিনায়ক। এই অবস্থায় রোহিতের পাশে এসে দাঁড়ালেন যুবরাজ সিং। একটি ইউটিউব চ্যানেলে যুবিকে বলতে শোনা গিয়েছে, মহেন্দ্র সিং ধোনির দল শক্তিশালী ছিল। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ছিল দলে।

২০১১ বিশ্বকাপের সেরা খে লোয়াড় বলেন, দরোহিত অত্যন্ত ভাল ক্যাপ্টেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলকে দীর্ঘসময় ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে। চাপের মুখে শান্ত থাকে। বুদ্ধিমান অধিনায়ক। একজন বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ অধিনায়ককে ভাল টিম দেওয়া দরকার। এমএস ধোনি বেশ ভাল অধিনায়ক। তবে ও ভাল দল পেয়েছিল।দ

আসন্ন বিশ্বকাপের আগে রোহিতকে পরামর্শ দিয়ে যুবরাজ বলছেন, দদলগত প্রচেষ্টার দরকার। চাপের মুখে প্রত্যেককে নিজের সেরাটা দিতে হবে।দ মেগা টুর্নামেন্টে নামার আগে ভারতীয় শিবিরে লাল চোখ দেখাচ্ছে চোট আঘাত। প্রায় এগারো মাস বাদে চোট সারিয়ে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জশপ্রীত বুমরাহর। চোট সারিয়ে ফেরার চেষ্টায় শ্রেয়স আইয়ার ও লোকেশ রাহুল। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। পারদ চড়তে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। রোহিত শর্মা নিজেও জানেন বড় পরীক্ষায় বসতে হবে। তাঁর দিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ।

রেলওয়ে এফসি-কে হারিয়ে কলকাতা লিগে জয়ের রাস্তায় ফিরল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগে আগের ম্যাচেই ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ড্র করেছিল ইস্টবেঙ্গল। ফলে চাপ অনুভব করতে শুরু করেছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। বুধবার কলকাতা লিগে রেলওয়ে এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচটা ছিল চাপ প্রশমিত করার। বুধবার ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারাল রেলওয়ে এফসি-কে। তার ফলে চাপটা কিছুটা হলেও লাঘব হল ইস্টবেঙ্গলের উপর থেকে। এদিন খে লার ২০ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে গোলটি করেন আমন সিকে। বাঁ দিক থেকে দুর্বার গতিতে উঠে রেলওয়ে এফসি-র দুই খেলোয়াড়কে পরাস্ত করেন তিনি। রেলওয়ে এফসি গোলকিপার এগিয়ে এসে তাঁকে বাধা দিতে চান। কিন্তু আমন সিকে রেলওয়ে এফসিকে মাটি ধরিয়ে এগিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গলকে। দেখার মতো গোলটি করেন আমন। এক গোলে এগিয়ে থাকার পর গোল সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পারত ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে একাধিক বার আক্রমণ তৈরি করেও গোলসংখ্যা আর বাড়াতে পারেনি লাল-হলুদ ব্রিগেড।

ইস্টবেঙ্গল গোলসংখ্যা বাড়ায় দ্বিতীয়ার্ধে। ৬৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল ২-০ করে। গোলটি করেন নিশু কুমার। তাঁর গোলটি দেখার মতো। তন্ময়ের কাছ থেকে বল পেয়ে নিশু কুমার রেলওয়ে এফসি-র এক ডিফেন্ডারকে ফেলে দেন। আগুয়ান গোলকিপারকে পরাস্ত করে নিশু কুমার ২-০ করেন। ৭৩ মিনিটে গোল করার মতো পরিস্থিতি ফের তৈরি করেছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই যাত্রায় ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে পারেননি সঞ্জীব ঘোষ। গোল সংখ্যা বাড়ানোর একাধিক সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু গোল হয়নি। গোলগুলো হয়ে গেলে স্কোরলাইন আরও হৃষ্টপুষ্ট দেখাত।

৪৯ ইনিংসে ছক্কার সেঞ্চুরি, তবু দুইয়ে সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টিতে সূর্যকুমার যাদবের মাঠে নামা মানেই যেন নতুন নতুন কীর্তি। গতকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাঁর ৪৪ বলে খেলা ৮৩ রানের ইনিংসে সিরিজে ফিরেছে ভারত। ইনিংসে ১০টি চার ও ৪টি ছক্কা মেরেছেন সূর্যকুমার।

এই ৪ ছক্কা রেকর্ড বইয়ে তুলেছে সূর্যের নাম। ভারতের হয়ে সবচেয়ে কম ইনিংসে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১০০ ছক্কার মাইলফলক ছোঁয়ার রেকর্ড এখন তাঁর। ভারতের হয়ে দ্রুততম হলেও সব দল মিলিয়ে সূর্য দ্রুততম নন। দ্রুততম ১০০ ছক্কা মারার তালিকায় সূর্যের স্থান যৌথভাবে দ্বিতীয়। টি-টোয়েন্টির মহাতারকা ক্রিস গেইল ও সূর্য দুজনই ১০০ ছক্কা ছুঁয়েছেন ৪৯ ইনিংসে।

ছক্কার সেঞ্চুরিতে দ্রুততম কে? ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভিন লুইস। মাত্র ৪২ ইনিংস খেলেই ছক্কার সেঞ্চুরি করেছিলেন এই ওপেনার। তালিকার ৩ নম্বরে যিনি আছেন, তিনিও একজন বাঁহাতি;নিউজিল্যান্ডের কলিন মানরো। তাঁর লেগেছিল ৫৭ ইনিংস। তালিকায় এর পরের নামটা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের। ৭০ ইনিংসে ১০০ ছক্কার ক্লাবে ঢুকেছিলেন ফিঞ্চ।

রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে ১০০ ছক্কার ক্লাবে সূর্য। আর সব মিলিয়ে সূর্যকুমার ১৪তম। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডের মালিক ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত।

১৪০ ইনিংসে রোহিত ছক্কা মেরেছেন ১৮২টি। এর পরের নামটা মার্টিন গাপটিলের। নিউজিল্যান্ডের এই ওপেনারের ছক্কা ১৭৩টি। এই কীর্তি গড়তে তাঁর লেগেছে ১২২ ইনিংস। দ্রুততম ছক্কার সেঞ্চুরি করা লুইস সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার তালিকায় আছেন নবম স্থানে। ৫২ ইনিংসে এই বাঁহাতির ছক্কা ১১১টি। ভারতের কোহলির ছক্কা ১১৭টি, তাঁর ইনিংস লেগেছে ১০৭টি।

মায়ামির মেসির ডিজিটাল প্রভাব রোনাল্ডোর চেয়ে ১০ গুণ বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিয়ারে যা যা জেতা সম্ভব;প্রায় সবকিছু জিতেই ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী লিওনেল মেসি। এই বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মেসির যোগ দেওয়া নিয়ে এত হইচই আশা করেছিলেন কেউ?

যে খেলোয়াড় ইউরোপে বছরের পর বছর রাজত্ব করে তুলনামূলক কম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লিগে যোগ দিয়েছেন;তাঁকে নিয়ে এত আলোচনার কারণ বোধ হয় নামটা মেসি বলেই। ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রথম ৪ ম্যাচে ৭ গোল করে মেসি সেই আলোচনাকে রীতিমতো ঝড়ে রূপান্তর করেছেন। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে কেন বৈশ্বিকভাবেও এর প্রভাব পড়েছে এবং সেটা বোঝা যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। আর্জেন্টিনার ডিজিটাল কমিউনিকেশন কনসালট্যান্সি ফার্ম ‘হাউসকম’ হিসাবটা করেছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এর যে প্রভাব পড়েছে, তা সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর চেয়ে ১০ গুণ বেশি। গত জুনে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন মেসি। ক্লাবটির হয়ে মাঠে নামা শুরু করেন জুলাইয়ে। আর জুলাইয়ে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে মেসিকে ৯২ লাখ বার ‘মেনশন’ (উল্লেখ) করা হয়েছে। অন্য ফুটবলারদের চেয়ে সংখ্যাটা অনেক বেশি। কিলিয়ান এমবাপ্পেকে যেমন ‘মেনশন’ করা হয়েছে ৪৮ লাখবার। আর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো? ১৮ লাখবার। এ দুজনই মেসির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

জানার ইচ্ছা হতে পারে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মেসিকে জুলাই মাসের কোনো দিন সবচেয়ে বেশি ‘মেনশন’ করা হয়েছে? আন্দাজ করুন তো? ঠিকই ধরেছেন। ২১ জুলাই;যেদিন লিগস কাপে ক্রুজ

আজুলের বিপক্ষে মায়ামির হয়ে অভিষেক ঘটল আর্জেন্টাইন তারকার। সেদিন ২৫ লাখবার বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘মেনশন’ করা হয়েছে মেসিকে। এর মধ্যে বেশির ভাগই ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী পুরুষ। আর টুইটারে মেসিকে মেনশন করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সেদিন শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ২৩ লাখ বার মেনশন করা হয়েছে বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তিকে। আর্জেন্টিনায় সংখ্যাটা ১২ লাখ বার।

এর আগে অনলাইন বেটিং প্রতিষ্ঠান জেফবেট পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, জুলাই মাসে ইন্টার মায়ামিকে খোঁজা হয়েছে ৮০ লাখ ২০ হাজার বার। মেসির আসার আগে গড়ে মায়ামিকে যে পরিমাণে খোঁজা হতো, তার চেয়ে কত শতাংশ বেশি, জানেন? ১০ হাজার ৪২৬ শতাংশ! অথচ পুরো জুলাই মাসেও মেসিকে পায়নি মায়ামি। মায়ামির হয়ে মেসির অভিষেক হয়েছে ২১ জুলাই। আর মেসির কল্যাণেই ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটি ক্লাব থাকছে টুইটার ট্রেন্ডে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**